

କମ୍ପାନୀ

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର



ବିଷୟାବଳୀ ଆହାରଣ

୨ ବହିମ ଚାଟୁକ୍ଷେ ଫ୍ଲୀଟ । କଲିକାତା

প্রকাশ : ২৩ বৈশাখ ১৩০৭
পুনর্মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৩৪
নূতন সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৪৯
পুনর্মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৫২, ভাদ্র ১৩৫৫, শ্রাবণ ১৩৫৬
শ্রাবণ ১৩৫৯

১৩৫২ / ১৩৫৬
২৭/৭/৫৭

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীসুধনাথায়ণ ভট্টাচার্য
তাণসী প্রেস। ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

স্বদ্বংক প্রকাশনে

বৈশাখ

১৩০৭

সূচীপত্র

✓ দুঃসময়	..	২
✓ বদামকল	...	১২
চৌরপকানিকা	..	১৪
✓ যন্ত্র	...	১৮
✓ মদনভস্মের পূর্বে	...	২১
✓ মদনভস্মের পর	.	২৪
মাজনা	.	২৬
চৈত্ররজনী	...	২৮
স্পর্ধা		২২
পিয়ামি	...	৩১
পসারিনি	...	৩৪
দ্রষ্ট লগ্ন	.	৩৭
প্রণয়প্রস্ন	..	৩৯
আশা	.	৪১
বকলক্ষী	...	৪২
শরৎ	...	৪৪
মাতার আশ্রান	...	৪৭
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ		৪৯
হতভাগোর গান	...	৫০
জুতা-আবিষ্কার		৫৩
সে আমার জননী রে	...	৫৮
অগদীশচন্দ্র বসু	..	৫৯
ভিখারি	...	৬০
যাচনা	...	৬২
বিদায়	...	৬৪
লীলা	..	৬৬
নববিবাহ	...	৬৭

লঙ্কিতা	...	৬৮
কাল্পনিক	...	৬৯
মানসপ্রতিমা	...	৭০
সংকোচ	...	৭২
প্রার্থা	...	৭৩
সুকরণা	...	৭৪
বিবাহমঙ্গল	...	৭৫
ভারতলক্ষ্মী	...	৭৬
প্রকাশ	..	৭৭
উন্নতিলক্ষণ	...	৮১
অশেষ	.	৯০
বিদায়	...	৯৫
বর্ষশেষ	...	৯৮
ঝড়ের দিনে	...	১০৫
✓ অসময়		১০৮
বসন্ত	...	১১১
ভগ্ন মন্দির	..	১১৬
✓ বৈশাখ	...	১১৬
রাত্রি	..	১১৯
অনবচ্ছিন্ন আমি	...	১২১
জন্মদিনের গান	..	১২২
পূর্ণকাম	...	১২৩
পরিণাম	...	১২৪

कम्पना।

দুঃসময়

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংশ্লিষ্ট গেছে ইজিতে থামিয়া,
যদিও সন্ধ্যা নাহি অনন্ত অধরে,
যদিও ক্রান্তি আসিছে অন্ধে নামিয়া,
মহা-আলকা জলিছে মৌন মন্থরে,
দিক-দিগন্ত অবশুষ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অঙ্ক, বন্ধ কোরো না পাখা ।

এ নহে দুখর বনমন্দরপুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে ;
এ নহে কুজ কুলকুলমরজিত,
ফেনহিমোল কলকলোলে ছুলিছে ;
কোথা রে সে তীর স্বলপন্নবপুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়নাথা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অঙ্ক, বন্ধ কোরো না পাখা ।

এখনো সমুখে রয়েছে স্মৃতির শব্দরী,
 ঘুমায় অরুণ সূর্য অস্ত-অচলে ;
 বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সস্তরি
 শুক আসনে প্রহর গগিছে বিরলে ;
 সবে দেখা দিল অকূল তিমির সস্তরি
 দূর দিগন্তে ক্ষীণ শব্দক বাঁকা—
 ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
 এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ।

উর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
 ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া ;
 নিম্নে গভীর অদীর মরণ উচ্ছলি
 শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া ;
 বহুদূর তীরে কাঁরা ডাকে বাঁধি অঙ্গুলি
 ‘এসো এসো’ স্বরে করুণ-মিনতি-মাথা—
 ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
 এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ।

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন ;
 ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা ।
 ওরে ভাষা নাই, নাই বুঝা ব’সে ক্রন্দন ;
 ওরে গৃহ নাই, নাই মূলশেজ-রচনা ।

আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-জাঁকা—
এবে বিহত, এবে বিহত য়োয়,
এখনি, অফ, বহু কোরো না পাখা ।

১২ বৈশাখ ১৩০৪

জোড়াসাঁকো : কলিকাতা

বর্ষামঙ্গল

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে

জলসিক্ত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে

ঘনগৌরবে নবঘোবনা বরষা

শ্রামগভীর-সরসা ।

গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,

উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে ।

নিখিলচিত্তহরষা

ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা ।

কোথা তোরা অগ্নি তরুণী পথিকললনা,

জনপদবধু তডিং-চকিত-নয়না,

মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,

কোথা তোরা অভিসারিকা !

ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,

ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্গরসনা,

আনো বীণা মনোহারিকা ।

কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা !

আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,

বাজাও শব্দ, ছলুরব করো বধুরা—

এসেছে বরষা, ওগো নব-অম্বরগিণী,
 ওগো শ্রিয়হৃৎভাগিনী !
 কুঙ্কটীয়ে আমি ভাবাকুললোচনা,
 ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা
 মেঘমল্লার-রাগিণী ।
 এসেছে বরষা, ওগো নব অম্বরগিণী ।

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো স্মরণি,
 ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
 কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
 অঙ্গন আঁকো নয়নে ।
 তালে তালে ছুটি করণ কনকনিয়া
 ভবনশিখীবে নাচাও গণিয়া গণিয়া
 শ্রিত-বিকশিত-বয়নে—
 কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে ।

স্নিগ্ধমল্ল মেঘকল্লল দিবসে
 বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে ;
 শলীভারাতীনা অঙ্কতামসী ঘামিনী—
 কোথা তোরা পুরকামিনী !
 আজিকে ছায়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
 জনহীন পথ কাঁদিয়ে কঁক পবনে,
 চমকে দীপ্ত দামিনী ।
 শূন্ত শয়নে কোথা ভাগে পুরকামিনী !

যুগীপরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাহুরি তমালকুঞ্জতিমিরে—

জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাথে বাধো ঝুলনা ।

কুসুমপরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা !

নীপশাথে সখী, ফুলডোরে বাধো ঝুলনা ।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা—

ছলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা ।

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধনিয়া তুলিছে মন্তমদির বাতাসে

শতেক যুগের গীতিকা ।

শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা ।

১৭ বৈশাখ ১৩০৪

জোড়াসাঁকো । কলিকাতা

চৌরপঞ্চালিকা

ওগো সুন্দর চোর,
বিজ্ঞা তোমার কোন্ সজ্জার
কনকচাঁপার ভোর !
কত বসন্ত চলি গেছে হায়,
কত কবি আজি কত গান গায়,
কোথা রাজবালা চিরশযায়
ওগো সুন্দর চোর—
কোনো গানে আর ভাঙে না যে তার
অনন্ত ঘুমঘোর !

ওগো সুন্দর চোর,
কত কাল হল কবে সে প্রভাতে
তব প্রেমনিশি ভোর !
কবে নিবে গেছে নাহি তাহা লিখা
তোমার বাসরে দীপানলিখা,
খসিয়া পড়েছে সোহাগলতিকা,
ওগো সুন্দর চোর—
লিখিল হয়েছে নবীন প্রেমের
বাতপাশ স্বকঠোর ।

তবু সুন্দর চোর,
মৃত্যু হারায়ে কৈদে কৈদে ঘুরে
পঞ্চাশ শ্লোক তোর ।
পঞ্চাশ বার ফিরিয়া ফিরিয়া
বিজ্ঞার নাম ঘিরিয়া ঘিরিয়া
তীর ব্যথায় মর্ম চিরিয়া
ওগো সুন্দর চোর,
যুগে যুগে তারা কাঁদিয়া মরিছে
মৃৎ আবেগে ভোর ।

ওগো সুন্দর চোর,
অবোধ তাহারা, বধির তাহারা,
অন্ধ তাহারা ঘোর ।
দেখে না শোনে না কে আসে কে যায়,
জানে না কিছুই করে তারা চায়,
শুধু এক নাম এক সুরে গায়
ওগো সুন্দর চোর—
না জেনে না বুঝে ব্যর্থ ব্যথায়
ফেলিছে নয়নলোর ।

ওগো সুন্দর চোর,
এক সুরে বীধা পঞ্চাশ গাথা
শনে মনে হয় মোর—

রাজভবনের গোপনে লালিত
 রাজবালিকার সোহাগে লালিত
 তব বৃকে বসি নিখেছিল গীত
 ওগো হৃন্দর চোর,
 পোষা শুক শারী মধুরকণ্ঠ
 যেন পঞ্চাল ছোড় ।

ওগো হৃন্দর চোর,
 তোমারি রচিত সোনার চন্দ-
 পিঙ্করে তারা ভোর ।
 দেখিতে পায় না কিছু চারি দারে,
 শুণ্ণ চিরনিশি গাহে বাবে বাবে
 তোমাদের চিরশয়নদুয়ারে
 ওগো হৃন্দর চোর—
 আজি তোমাদের দুজনের চোখে
 অনন্ত দুন্দুখের ।

২৩ বৈশাখ ১৯৮৬

পরিবহন : ৮ জে.৮। কলিকাতা

স্বপ্ন

দূরে বহুদূরে

স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে

খুঁজিতে গেছি কবে শিপ্রানদীপারে

মোর পূর্বজনমের প্রথম প্রিয়ারে ।

মুখে তার লো প্রবেশ, লীলাপদ্ম হাতে,

কর্ণমূলে গুন্দকলি, কুরুবক মাথে,

তত্ত্ব দেহে রক্তাশ্রয় নীবীবন্ধে বাধা,

চরণে নৃপুৰখানি বাজে আধা আধা ।

বসন্তের দিনে

কিবেছি বহুদূরে পথ চিনে চিনে ।

মহাকাল-মন্দিরের মাঝে

তখন গম্ভীর মন্ড্রে সজ্জারতি বাজে ।

জনশূন্য পণ্যাবীথি— উল্লস যায় দেখা

অঙ্ককার হর্য্য-পরে সজ্জারশ্মিরেখা ।

প্রিয়ার ভবন

বহিষ সংকীর্ণ পথে দুর্গম নিজন ।

ধারে আঁকা শঙ্খচক্র, তারি দুই ধারে

হুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে ।

ভোরের বেতন-পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দণ্ডভরে ।

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিবে এল ঘরে,
ময় নিশায় ময় স্বপ্ন-পরে ।
হেনকালে হাতে দীপলিখা
দীপে দীপে নামি এল মোর মালিকা ।
দেখা নিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের 'পরে
সজ্জার লক্ষীর মতো, সজ্জাতারা করে ।
অঙ্গের গুণ্ণমগ্ধ কেন্দুপবাস
ফেলিল সবাক্ষে মোর উত্তলা নিবাস ।
প্রকাশিল অর্ঘ্যাত বসন-অম্বরে
চন্দনের পবলোখা বাস পয়োদরে ।
দাড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরপ্রহরফালু নিবন্ধ সজ্জায় ।

মোরে হেরি প্রিয়া
দীপে দীপে দীপখানি ধারে নামাটিকা
আটল সমুখে — মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীলবে শুদালো শুদ, সক্রম খাঁসি,
'হে বন্ধু, আছি তো ভালো ' মুখে তার চাঁচি
কথা বলিবারে গেছ — কথা আর নাচি ।
সে ভাসা তুলিয়া গেছি — নাম দোষ্টাকার
ভজনে ভাবিছ কত — মনে নাচি আর ।

হুজনে ভাবিছু কত চাহি দোহা-পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিষ্পন্দ নয়ানে ।

হুজনে 'ভাবিছু কত' ছারতরুতলে ।

নাহি জানি কখন কী ছলে
হুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণকরে, কুলায়প্রভাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো ; মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্যসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে , ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস ।

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার ।
দীপ ছারপাশে
কখন নিবিয়া গেল ছলন্ত বাতাসে ।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে ।

৯ ফ্রাঙ্ক ১৩ ৭

বোলপুর

মদনভাস্কর পূর্বে

একদা তুমি অন্ধ দরি ফিরিতে নব হৃদয়ে,

মরি মরি অনঙ্গদেহতা ।

দুঃস্বপ্নে মকরকেতু উদ্ভিত মদুপবনে,

পথিকবদু চরণে প্রণতা ।

ছড়াত পথে আঁচল হতে অশোক চাঁপা কবী

মিলিয়া যত তরুণ তরুণ,

বকুলবনে পবন হত প্রণাম মতো স্মৃতি—

পবন হত অকণবরনি ।

সন্ধ্যা হলে কুমারীদলে বিজন তব দেউলে

অ'লায়ে দিত প্রদীপ যতনে,

শুভ্র হলে তোমার ত্বণ বাঁচিয়া মূলমূললে

দায়ক তারা গড়িত পেপনে ।

কিশোর কবি মুগ্ধছবি বসিয়া তব সোপানে

বাজায় বীণা রচিত রাগিণী ।

হরিণ-সাথে হরিণী আসি চাহিত দীনময়ানে,

বাঘের সাথে আসিত বাঘিনি ।

হাসিয়া যবে তুলিতে দহ প্রণয়চীক ঘোড়নী

চরণে দরি করিত মিনতি ।

পঞ্চশর গোপনে লয়ে কৌতূহলে উলসি
পরখছলে খেলিত যুবতী ।
শ্রামল তৃণশয়নতলে ছড়ায়ে মধুমাধুরী
ঘুমাতে তুমি গভীর আলসে,
ভাঙাতে ঘুম লাজুক বধু করিত কত চাতুরী —
নূপুরহুটি বাজাত লালসে ।

কাননপথে কলস লয়ে চলিত যবে নাগরী
কুসুমশর মারিতে গোপনে,
যমুনাকূলে মনের হুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগনি
রহিত চাহি আকুলনয়নে ।
বাহিয়া তব কুসুমতরী সমুখে আসি হাসিতে—
শরমে বালা উঠিত জাগিয়া,
শাসনতরে বঁকায়ে ভুরু নামিয়া জলরাশিতে
মারিত জল হাসিয়া রাগিয়া ।

তেমনি আজো উদিছে বিধু, মাতিছে মধুযামিনী,
মাধবীলতা মুদিছে মুকূলে ।
বহুলভলে বঁদিছে চুল একেলা বসি কামিনী
মলয়ানিলশিখিল হুকূলে ।
বিজ্ঞন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চঞ্চা চখিরে,
মাঝেতে বহে বিরহবাহিনী ।
গোপন-ব্যথা-কাতরা বালা বিরলে ডাকি সখীরে
কাদিয়া কহে করুণ কাহিনী ।

এসো গো আজি অন্ধ ধন্নি সঙ্গে করি সখারে
 বহুশালা জড়য়ে অলকে,
 এসো গোপনে মুহু চরণে বাসরগৃহ-দ্ব্যারে
 স্তিমিতশিখা প্রদীপ-আলোকে ।
 এসো চতুর নধুর হাসি তড়িৎসম মহলা
 চকিত করো বধুরে হরয়ে—
 নবীন করো মানব-ঘর, ধরণী করো বিবশা
 দেবতাপদ-সরস-পরশে ।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মদনভস্মের পর

পঞ্চশরে দধ্ব করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী—
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিখাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে ।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতিবিলাপসংগীতে,
সকল দিক ঝাঁদিয়া উঠে আপনি ।
ফাগুন-মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মূরছি পড়ে অবনী ।

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে মন্ত্রণা
হৃদয়বীণায়ন্তে মহাপুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে ছ্যালোকে আর ভুলোকে ।
কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুলতরুপল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা ।
উৎসমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বসন্তভে,
নিঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা ।

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে নৃত্তিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে ।

বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুষ্ঠিত,

চরণ কার কোমল তৃণশয়নে ।

পরশ কার পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি

হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে ।

পঞ্চশব্দে ভ্রম্য করে করেছ এ কী সম্যাসী—

বিশ্বময় দিযেছ তারে ছায়ায় ।

মার্জনা

ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি
মোরে দয়া করে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।
ভীক পাখির মতন তব পিঙ্গরে এসেছি,
ওগো, তাই বলে দ্বার কোরো না বন্ধ কোরো না ।
মোর যাহা কিছু ছিল কিছুই পারি নি রাখিতে,
মোর উতলা হৃদয় তিলেক পারি নি ঢাকিতে,
সগা, তুমি রাখো ঢাকো, তুমি করো মোরে করুণা—
ওগো, আপনার গুণে অবলারে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।

ওগো প্রিয়তম, যদি নাহি পার ভালোবাসিতে
তব ভালোবাসা কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।
তব দুটি আঁখিকোণ ভরি দুটি কণা হাসিতে
এই অসহায়-পানে চেয়ো না বন্ধ, চেয়ো না ।
আমি সখরি বাস ফিরে যাব দ্রুতচরণে,
আমি চকিত শরমে লুকাব আঁধার মরণে,
আমি হু হাতে ঢাকিব নয়নহৃদয়বেদনা—
ওগো প্রিয়তম, তুমি অভাগিরে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।

ওগো প্রিয়তম, যদি চাহ মোরে ভালোবাসিয়া
মোর সুখরাশি কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।

যবে সোহাগের স্রোতে যাব নিরুপায় ভাসিয়া
 তুমি দূর হতে বসি হেসো না গো সখা, হেসো না।
 যবে রানীর স্বতন বসিব রতন-আসনে,
 যবে বাধিব তোমারে নিবিড়প্রণয়শাসনে,
 যবে দেবীর স্বতন পুরাব তোমার বাসনা,
 ওগো, তখন হে নাথ, গরবিরে কোরো মাড়না কোরো মাড়না।

৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩

বোলপুর

চৈত্রনিশীথশী

আজি উন্মাদ মধুনিশি, ওগো

চৈত্রনিশীথশী ।

তুমি এ বিপুল ধরণীর পানে

কী দেখিছ একা বসি,

চৈত্রনিশীথশী ।

কত নদীতীরে, কত মন্দিরে,

কত বাতায়নতলে—

কত কানাকানি, মন-জানাজানি,

সাধাসাধি কত ছলে ।

থাগাপ্রণাথার, দ্বাদ-জানালাব

আড়ালে আড়ালে পশি

কত স্তম্ভস্থ কত কোতুক

দেখিতেছ একা বসি,

চৈত্রনিশীথশী ।

মোরে দেপো চাহি, কেহ কোথা নাহি—

শূণ্য ভবনছাদে

নৈশ পবন কাঁদে ।

তোমারি মতন একাকী আপনি

চাতিয়া রয়েছি বসি,

চৈত্রনিশীথশী ।

১২ বৈশাখ ১৩ ৯

জামালেকা। কলিকাতা

স্পর্ধা

সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও ।'

দৃষ্টিয়া তাহারে কহিয়া কহিছু, 'যাও ।'

সখী, গুলো সখী, সত্য করিয়া বলি —

তবু সে গেল না চলি ।

দাঁড়ালো সমুখে, কহিছু তাহারে, 'সরো ।'

ধরিল ড হাত, কহিছু, 'আত', কী কর ।'

সখী, গুলো সখী, মিছে না কহিব তোরে —

তবু ছাড়িল না মোরে ।

শ্রুতিমূলে মুখ আনিল সে মিচিমিচি—

নয়ন নীকায়ে কহিছু তাহারে, 'তি ডি ।'

সখী, গুলো সখী, কহিছু শপথ করে —

তবু সে গেল না সরে ।

অধরে কপোল পরণ করিল তবু—

কাঁপিয়া কহিছু, 'এমন দেখি নি কহু ।'

সখী, গুলো সখী, এ কী তার বিবেচনা—

তবু মুখ ফিরালো না ।

আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিল—
কহিহু তাহারে, ‘মালায় কী কাজ ছিল!’
সখী, ওলো সখী, নাহি তার লাজ ভয়—
মিছে তারে অনুনয় ।

আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে,
চাহি তার পানে রহিহু অবাক হয়ে ।
সখী, ওলো সখী, ভাসিতেছি আখিনীয়ে—
কেন সে এল না ফিরে !

পিয়াসি

আমি তো চাহি নি কিছু ।
বনের আড়ালে দাঁড়ায়ে ডিলাম
নয়ন করিয়া নিচ ।
তখনো ভোপের আলস-অরুণ
আঁখিতে রয়েছে ঘোর ,
তখনো বাতাসে জড়ানো রয়েছে
শিশির শিশিরলোর ।
নূতন তুলসীর উঠিছে গন্ধ
মন্দ প্রভাতবায়ে ,
ভুমি একাকিনী কুটিরবাহিরে
বসিয়া অশ্রুপড়িয়ে
নবীন-নবনী-নিন্দিত কবে
লোহন করিছ তুচ্ছ—
আমি তো কেবল বিপুর বিভোল
দাঁড়ায়ে ডিলাম মুগ্ধ ।

আমি তো কহি নি কথা ।
বকুলশাখায় জানি না কী পাখি
কী জানালো ব্যাকুলতা ।

আশ্রয়কাননে ধরেছে মুকুল,
 ঝরিছে পথের পাশে ;
 গুঞ্জনস্বরে দুয়েকটি ক'রে
 মৌমাছি উড়ে আসে ।
 সরোবরপারে খুলিছে দুয়ার
 শিবমন্দির-ঘরে ;
 সন্ধ্যাসী গাহে ভোরের ভঞ্জন
 শাস্ত গভীর স্বরে ।
 ঘট লয়ে কোলে বসি তরুতলে
 দোহন করিছ দ্রুত—
 শৃঙ্গ পাত্র বহিয়া মাত্র
 দাঁডায়ে ছিলাম লুক ।

আমি তো যাই নি কাছে ।
 উতলা বাতাস অলকে তোমার
 কী জানি কী করিয়াছে ।
 দণ্টা তখন বাজিছে দেউলে,
 আকাশ উঠিছে জাগি ;
 ধরনী চাহিছে উর্ধ্বগগনে
 দেবতা-আশিস মাগি ।
 গ্রামপথ হতে প্রভাত-আলোতে
 উড়িছে গোখুরধূলি ,
 উছলিত ঘট বেড়ি কটিতটে
 চলিয়াছে বধুগুলি ।

তোমার কঁকন বাজে ঘনঘন
ফেনায়ে উঠিছে দুধ—
শিয়ারি নয়নে ছিন্ন এক কোণে
পরান নীরবে ফুঁক ।

পসারিনি

ওগো পসারিনি, দেখি আয়

কী রয়েছে তব পসরায় ।

এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি

কোমল করুণ ক্রান্তকায় ।

কোথা কোন্ রাজপুত্রে যাবে আরো কত দূরে

কিসের হুরুহ ছরাশায় ।

সম্মুখে দেখো তো চাহি পথের যে সীমা নাহি,

তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে ।

পসারিনি, কথা রাখো, দূর পথে যেয়ো নাকো,

কণেক দাঁড়াও এইখানে ।

হেথা দেখো শাখা-তাকা বাধা বটতল ,

কূলে কূলে ভরা দিঘি, কাকচক্ষু জল ।

তালু পাড়ি চারি পাশে কচি কচি কাঁচা ঘাসে

ঘনশ্রাম চিকন-কোমল ।

পাষাণের ঘাটখানি, কেহ নাই জনপ্রাণী,

আশ্রয়ন নিবিড় লীতল ।

থাক তব বিকিকিনি, ওগো শ্রান্ত পসারিনি,

এইখানে বিছাও অঞ্চল ।

ব্যথিত চরণ দুটি ধুয়ে নিবে ভলে,
 বনফুলে মালা গাঁথি পরি নিবে গলে ।
 আশ্রমজরীর গন্ধ বহি আনি মুহুম্মদ
 বায়ু তব উড়াবে অলক ;
 ঘৃণু-ডাকে ঝিল্লিরবে কৌ মন্থ শ্রবণে কবে,
 দুদে খাবে চোখের পলক ।
 পদরা নামায়ে ভূমে যদি তুলে পড ঘূমে,
 অঙ্গে লাগে স্থখালস-ঘোর,
 যদি তুলে তদ্রাভরে ঘোমটা খসিয়া পড়ে,
 তাহে কোনো শকা নাহি তোর ।

যদি সন্ধ্যা হয়ে আসে, তব যায় পাটে,
 পথ নাহি দেখা যায় জনশূণ্য মাঠে—
 নাট গেল বড় দণ্ডে বিদেশের রাজপুরে,
 নাই গেল রতনের হাটে ।
 কিছু না করিয়া ডর, কাছে আছে মোর ঘর,
 পথ দেখাইয়া যাব আগে—
 শিশিহীন অন্ধ রাত, দরিদ্রো আমার হাত
 যদি মনে বড়ো ভয় লাগে ।
 শূন্য শুভ্রফেননিভ বহন্তে পাতিয়া দিব,
 গৃহকোণে দীপ দিব জালি—
 দুহ্মলোহনের রবে কোকিল ডাগিবে যবে
 আপনি জাগায়ে দিব কালি ।

ওগো পসারিনি,
মধ্যদিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে,
দন্ধ পথে উড়ে তপ্ত বালি ।
দাঁড়াও, যেয়ো না আর— নামাও পসরাভার,
মোর হাতে দাও তব ডালি ।

২৫ চৈত্র ১৩০৪

শিলাইদহ । বোটি

ভ্রষ্ট লগ্ন

শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিলরবে ।
অলসচরণে বসি বাতায়নে এসে
নৃতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে ।
এমন সময়ে অরুণদূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে ।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো ।
শুদালো কাতরে 'সে কোথায়' 'সে কোথায়'
বাগচরণে আঁমারি তুষারে নামি—
এরমে মরিয়া বলিতে নারিহু হায়,
'নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি ।'

গোধূলিবেলায় তখনো জলে নি দীপ,
পরিতেছিলাম কপালে সোনার টিপ,
কনকমুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে
বাধিতেছিলাম কবরী আপন মনে ।
হেনকালে এল সন্ধ্যাদূসর পথে
করুণনয়ন তরুণ পথিক রথে ।

ফেনায় ঘর্মে আকুল অশ্বগুলি
 বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি ।
 শুধালো কাতরে 'সে কোথায়' 'সে কোথায়'
 ক্লাস্তচরণে আমারি ছায়াই নামি—
 শরমে মরিয়া বলিতে নারিত্ব হায়,
 'শান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি ।'

ফাগুনযামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
 দগিন-বাতাস মরিছে বৃকের 'পরে ।
 সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী,
 ছয়ারসমূখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী ।
 ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগেহ,
 অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ ।
 মগুরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি
 দূর্বাস্ত্রামল আঁচল বক্ষে টানি ।
 রয়েছে বিজ্ঞান রাজপথ-পানে চাহি,
 বাতায়নতলে বসেছি ধুলায় নামি—
 ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
 'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি ।'

৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

বোলপুর

প্রণয়প্রস্ন

এ কি তবে সবই সত্য

হে আমার চিরভক্ত ?

আমার চোখের বিছলি-উজল আলোকে

হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে,

এ কি সত্য ?

আমার মধুর অদর, বদর

নবলাভসম রক্ত,

হে আমার চিরভক্ত,

এ কি সত্য ?

চিরমন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি ?

চরণে আমার বীণাসংকার বাজে কি ?

এ কি সত্য ?

নিশির শিশির করে কি আমারে হেরিয়া ?

প্রভাত-আলোকে পুলক আমারে হেরিয়া,

এ কি সত্য ?

তপুকপোল-পরশে অদীর

সমীর মদিরমন্ত,

হে আমার চিরভক্ত,

এ কি সত্য ?

কালো কেশপাশে দিবস লুকাই আধারে,
মরণবাধন মোর ছুই ভুজে বাধা রে,

এ কি সত্য ?

ভুবন মিলায় মোর অঞ্চলখানিতে,
বিশ্ব নীরব মোর কণ্ঠের বাণীতে,

এ কি সত্য ?

ত্রিভুবন লয়ে শুধু আমি আছি,

আছে মোর অম্বরভূ,

হে আমার চিরভক্ত,

এ কি সত্য ?

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া ?

এ কি সত্য ?

আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চিরজনমের বিরাম লভিলে পলকে,

এ কি সত্য ?

মোর স্বকুমার ললাটকলকে

লেখা অসীমের তব,

হে আমার চিরভক্ত,

এ কি সত্য ?

১৩ আশ্বিন ১৩০৪

রেলপথে

আশা

এ জীবনমুখ হবে অস্তে গেল চলি,
হে বন্ধজননী মোর, 'আয় বৎস' বলি
খুলি দিলে অস্থঃপুরে প্রবেশদ্বার,
ললাটে চুখন দিলে, শিয়রে আমার
জালিলে অনন্ত দীপ । ছিল কণ্ঠে মোর
একখানি কণ্টকিত কুশ্মের ডোর
সংগীতের পুরস্কার, তারি ক্ষতজালা
হৃদয়ে জলিতেছিল— তুলি সেই মালা
প্রত্যেক কণ্টক তার নিজ হস্তে বাড়ি
দুলি তার ধূয়ে ফেলি শুভ্র মালাগাছি
গলায় পরায়ে দিয়ে লইলে বরিয়া
মোরে তব চিরস্থান স্থান করিয়া ।
অশ্রুতে ভরিয়া উঠি গুলিল নহন—
স্বহৃদে জাগিয়া দেখি, এ শুধু স্বপন ।

বঙ্গলক্ষ্মী

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনে-ঘেরা স্তম্ভ কুটিরে,
দোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণঘাটে দ্বাদশ-দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন অঙ্গরাজ্য করিছ আপনি
অহনিশি হাস্তমুখে ।

এ বিশ্বসমাজে

তোমার পুত্রের হাত নাহি কোনো কাজে,
নাহি জ্ঞান সে বারতা । তুমি শুধু মা গো,
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগ
মলয়বীজন করি । বয়েছ মা, হুলি—
তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাটশোভা সীমন্তরতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে ।

নিত্যকৰ্মে বসত শুধু, অমি মাহুভূমি,
 প্রত্যায়ে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
 মধ্যাহ্নে পল্লবাকুল প্রশান্তি ঘা দরি
 যৌত্ন নিবারণিছ ; যবে আসে বিভাবরী
 চারি দিক হতে তব যত নন্দনদী
 ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
 ঘেরি ক্রান্ত গ্রামগুলি শত বাতপাশে ।

শরৎ-মধ্যাহ্নে আজি স্বপ্ন অবকাশে
 কনিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহ কাছে
 হিল্লোলিত ঠৈমস্থিক মত্তরীপ মাঝে
 কপোতকুজনাগুল নিস্তক প্রহরে
 বদিয়া রয়েছে মাতঃ, প্রবুল্ল অবশে
 বাকহীন প্রসন্নতা, শিথিল ঈদ্বিধয়
 দৈবশাস্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দিকময়
 ক্ষমাপূর্ণ আশীর্বাদ করে বিকিরণ ।
 তেরি সেই মেহপুত আঘুনিগ্নহরণ,
 মদুর মঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল,
 নতশির কদি-চক্ষে ভরি আসে ভাল ।

শরৎ

আজি কী তোমার মধুর মুরতি

হেরিহু শারদ প্রভাতে ।

হে মাত বঙ্গ, শ্রামল অঙ্গ

ঝলিছে অমল শোভাতে ।

পারে না বহিতে নদী জলধার,

মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর—

ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল

তোমার কাননসভাতে ।

মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী,

শরৎকালের প্রভাতে ।

জননী, তোমার শুভ আহ্বান

গিয়েছে নিখিল ভুবনে—

নূতন ধান্ধে হবে নবান্ন

তোমার ভবনে ভবনে ।

অবসর আর নাহিক তোমার,

আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,

গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার

ভরিয়া উঠিছে পবনে ।

জননী, তোমার আহ্বাননিপি

পাঠায়ে দিবেছ ভুবনে ।

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
 করেছ স্থনীলবরনি ,
 শিশির ছিটায় করেছ শীতল
 তোমার স্নায়মল ধরণী ।
 স্থলে জলে আর গগনে গগনে
 বাশি বাজে যেন মধুর লগনে,
 আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
 দিশি দিশি হতে তরণী ।
 আকাশ করেছ স্থনীল অমল,
 স্নিগ্ধশীতল ধরণী ।

বহিছে প্রথম শিশিরসমীর
 ক্রান্ত শরীর জুড়ায়—
 কুটিরে কুটিরে নব নব আশা
 নবীন জীবন উড়ায় ।
 দিকে দিকে মাতা, কত আয়োজন—
 হাসিভরা-মুখ তব পরিজন
 ভাঙারে তব স্থখ নব নব
 মুঠা মুঠা লয় কুড়ায় ।
 ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
 নবীন জীবন উড়ায় ।

আয় আয় আয়, আছ যে দেখায়
 আয় তোরা সবে ছুটিয়া—

ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া ।
ও পার হইতে আয় থেয়া দিয়ে,
ও পাড়া হইতে আয় মায়ে বিয়ে—
কে কাঁদে ক্ষুণ্ণায় জননী শুধায়,
আয় তোরা সব জুটিয়া ।
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া ।

মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী ।
জলহারা মেঘ আঁচলে ঋচিত
শুভ্র যেন সে নবনী ।
পরেছে কিরীট কনককিরণে,
মণ্ডল মহিমা হরিতে হিরণে,
কুহুমভূষণ জড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী ।
আলোকে শিশিরে কুহুমে ধাত্তে
হাসিছে নিখিল অবনী ।

মাতার আস্থান

বারেক তোমার ছায়ায় দাঁড়ায়ে
তুকারিয়া ডাকো জননী ।
প্রাণেরে তব সন্ধ্যা নাড়িছে,
আঁধারে ঘেরিছে দরনী ।
ডাকো, 'চলে আয়, তোরা কোলে আয় ।'
ডাকো সন্ধ্যা আপন ভাষায়,
সে বাণী হৃদয়ে করুণা জাগায়,
বেজে উঠে শিরা দমনী—
খেলায় খেলায় যে আছে দেখায়
সন্ধ্যা উঠে অমনি ।

আমরা প্রভাতে নদী পার হই,
ফিরিছ কিম্বের ছায়ায় ।
পরের উক অকালে লয়ে
তালিঙ্গ জটরত্যাগে ।
খেয়া বহে নাকো, চাতি ফিরিবারে,
তোমার তরণী পাঠাও এ পারে,
আপনার খেত গ্রামের কিনারে
পড়িয়া রহিল কোথা সে ।
বিজন বিরাট শূন্য সে মাঠ
কাঁদিছে উতলা বাতাসে ।

কাঁপিয়া কাঁপিয়া দীপখানি তব
নিবু-নিবু করে পবনে—
জননী, তাহারে করিয়ো রক্ষা
আপন বক্ষোবসনে ।

তুলি ধরো তারে দক্ষিণ করে—
তোমার ললাটে ঘেন আলো পড়ে,
চিনি দূর হতে, ফিরে আসি ঘরে
না হুলি আলেয়া-ছলনে ।
এ পারে দুয়ার রুদ্ধ জননী,
এ পরপুরীর ভবনে ।

তোমার বনের ফুলের গন্ধ
আসিছে সন্ধ্যাসমীরে ।
শেষ গান গাহে তোমার কোকিল
স্বদ্রুগুঞ্জতিমিরে ।
পথে কোনো লোক নাহি আর বাকি,
গহন কাননে জ্বলিছে জ্বোনাকি,
আকুল অশ্রু ভরি দুই আঁখি
উজুসি উঠে অধীরে ।
'তোরা যে আমার' ডাকো একবার
দাঁড়ায়ে দুয়ারবাহিরে ।

৭ আষাঢ় ১৩১১

নাগর নদী । আত্মাই-পথ

ভিকায়াং নৈব নৈব চ

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে,

হে মোর স্বদেশ,

মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে

পরি তারি বেশ ।

বিদেশী জানে না তোরে, অনাদরে তাই

করে অপমান—

মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই

আপন সঞ্চার ।

তোমার যা দৈন্ত্র্য মাতঃ, তাই ভ্রমা মোর

কেন তাহা হুলি ।

পদধনে দিক গব— করি ধসেছোড়,

এরি ভিকাকুলি ।

পুণ্যহস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাত্রে,

তাঁই যেন গুচে ।

মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে

হাতে লক্ষ্য ঘুচে ।

সেই সিংহাসন যদি অঞ্চলটি পাত,

কর যেরূপ দান ।

যে তোমাবে তুল্য করে সে অমারে মাত,

কী দিবে সঞ্চার ।

হতভাগ্যের গান

বিতাস । একতারা

বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস ।
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।
রিক্ত যারা সর্বহারা
সর্বজয়ী বিধে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস ।
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

আমরা হৃথের ক্ষীত বৃকের ছায়াব তলে নাহি চরি ।
আমরা হৃথের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় না করি ।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য
বাজিয়ে যাব জয়বাণী,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ ।
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

হে অলক্ষী, কঙ্ককেশী, তুমি দেবী অচঞ্চল ।
তোমার রীতি সরল অতি, নাহি জান ছলাকলা ।
জালাও পেটে অগ্নিকণা,
নাইকো তাহে প্রতারণা—

টান যখন মরণ-ফাঁসি বল নাকো মিষ্টভাষ ।
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

ধরার বারা সেরা সেরা মাগুষ তারা তোমার ঘরে ।
তাদের কঠিন শয্যাখানি তাই পেতেছ মোদের তরে ।

আমরা বরপুত্র তব
যাহাই দিবে তাহাই লব,
তোমায় দিব ধন্যধনি মাথায় বহি সর্বনাশ ।
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা, লক্ষীছাড়ার সিংহাসনে ।
ভাড়া কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভৃত্যগণে ।

দধু ভালে প্রলয়শিখা
দিক মা, একে তোমার টিকা,
পরাও দজ্জা লজ্জাভারা— জীর্ণ কথা, ভিন্ন বাস ।
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

লুকোক তোমার ডকা শুনে কপট সখার শব্দ হাসি ।
পালক ছুটে পুচ্ছ তুলে মিপো চাটু মকা-কান্দি ।

আত্মপরের-প্রভেদ-ভোলা
জীর্ণ দুয়ের নিত্য গোলা—
থাকবে তুমি থাকব আমি সমানভাবে বারো মাস ।
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

শঙ্কা-তরাস লজ্জা-শরম চুকিয়ে দিলেম স্মৃতি-নিন্দে ।
 ধুলো সে তোমার পায়ের ধুলো তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে ।
 আশারে কই, 'ঠাকুরানী,
 তোমার খেলা অনেক জানি,
 যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি তারেও ফাঁকি দিতে চাস !'
 হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।

যত্নে যেদিন বলবে 'জাগো, প্রভাত হল তোমার রাত্রি'
 নিবিয়ে যাব আমার ঘরের চন্দ্র স্বর্ষ দুটো বাতি ।
 আমরা দোহে দেমাঘেঁসি
 চিরদিনের প্রতিবেশী,
 বন্ধভাবে কর্তে সে মোর জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ—
 বিদায়কালে অদৃষ্টেরে করে যাব পরিহাস ।

৭ আশ্বিন ১৩০৪ । বাঙ্গা নদী

পবিত্র ন : ৭ আশ্বিন ১৩০৪

নাগর নদী । পশ্চিমব

জুতা-আবিষ্কার

কহিলা হব, 'শুন গো গোবুবাঘ,
কালিকে আমি ভেবেছি সারা বাছ—
মলিন পুলা লাগিবে কেন পায়
ধরণী-মাকৈ চরণ ফেলা মাত্র ।'
তোমরা শুধু বেতন লঃ বাঁটি,
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি ।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মেরে এ কা এ অন্যায়টি ।
শাস্ত্র এর করিবে প্রতিকার,
নাহিলে কারো রক্ষা নাহি আর ।'

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া চল খুন,
দারুণ হ্রাসে ঘর্ম বহে গায়ে ।
পণ্ডিতের হটল মুখ তুল,
পাতকের নিশা নাহি গায়ে ।
রান্নাঘরে নাহিক চড়ে ঠাণ্ডি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়ি-মধ্যে ।
অশ্রুভরে ভাসিয়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পানপটে,—

‘যদি না ধূলা লাগবে তব পায়ে
পায়ের ধূলা পাইব কী উপায়ে !’

শুনিয়া রাজা ভাবিল ছলি ছলি,
কহিল শেষে, ‘কথাটা বটে সত্য ।
কিন্তু আগে বিদায় করো ধূলি,
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব ।
ধূলা-অভাবে না পেলো পদধূলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন-বা তবে পৃথিবী এত গুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে !
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো ।’

আধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানী গুণী—
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী ।
বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ-পিপে নস্তু—
অনেক ভেবে কহিল, ‘গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্ত !’
কহিল রাজা, ‘তাই যদি না হবে,
পণ্ডিতেরা রহেছ কেন তবে ?’

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
 কিনিল ঝাঁটা সাড়ে সত্তেরো লক্ষ,
 ঝাঁটের চোটে পথের ধূলা এসে
 ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ ।
 ধূলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
 ধুলার মেঘে পড়িল ঢাকা স্বৰ্গ ।
 ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
 ধুলার মাঝে নগর হল উছ ।
 কহিল রাজা, 'করিতে ধূলা দূর,
 জগৎ হল ধূলায় ভরপুর ।'

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
 মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিত্তি—
 পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাক,
 নদীর জলে নাহিক চলে কিশি ।
 জলের ভীষ মড়িল ছল বিনা,
 ডাঙার প্রাণী মাতার করে চেষ্টা ।
 পাকের তলে মজিল বেচা কিনা,
 সন্নিহরে উজাড় হল দেশটা ।
 কহিল রাজা, 'এমনি সব গাধা
 ধূলারে মারি করিছা দিল কালা ।'

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে,
 বসিল পুন যতেক গুণবস্ত —

ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে,
ধুলার হায় নাহিক পায় অন্ত ।
কহিল, 'মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাশ পাতি করিব ধুলা বন্ধ ।'
কহিল কেহ, 'রাজারে ঘরে রাখো,
কোথাও যেন না থাকে কোনো রক্ত ।
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধুলা তো লাগে না ।'

কহিল রাজা, 'সে কথা বড়ো খাটি,
কিস্ত মোর হাতেছে মনে সঙ্ক,
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস-রাতি রহিলে আমি বন্ধ ।'
কহিল সবে, 'চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী ।
ধুলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীতি ।'
কহিল সবে, 'হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমতো চামার যদি মেলে ।'

রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম ।
যোগ্যমতো চামার নাহি কোথা,
না মিলে তত উচিতমতো চর্ম ।

তখন ধীরে চামার-কুলপতি
 কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
 'বলিতে পারি করিলে অমুমতি
 সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ ।
 নিছের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
 দরগা আর ঢাকিতে নাহি হবে ।'

কহিল রাজা, 'এত কি হবে সিদে ।'
 ভাবিয়া মোলো সকল দেশতুচ্ছ ।'
 মদী কহে, 'বেটারে শূল বিঁদে
 কারার মানে কবিয়া বাগো রুদ্ধ ।'
 বাজার পদ চম-আবরণে
 ঢাকিল বুড়া বন্দিয়া পদোপাশ্বে—
 মদী কহে, 'আমারো ছিল মনে,
 কেমনে বেটা পেপেড়ে সেটা জানতে ।'
 সেদিন হতে চলিল জুতো পরা—
 কাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল দরা ।

সে আমার জননী রে

ভৈরবী । রূপক

কে এসে যায় ফিরে ফিরে

আকুল নয়নের নীরে ?

কে বৃথা আশাভরে

চাহিছে মুখ-'পরে ?

সে যে আমার জননী রে ।

কাহার স্খাময়ী বাণী

মিলায় অনাদর মানি ?

কাহার ভাষা হায়

ভুলিতে সবে চায় ?

সে যে আমার জননী রে ।

কণেক স্নেহকোল ছাড়ি

চিনিতে আর নাহি পারি ।

আপন সন্তান

করিছে অপমান—

সে যে আমার জননী রে ।

পুণ্য কুটিলে বিষম

কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন ?

সে স্নেহ-উপহার

রুচে না মুখে আর !

সে যে আমার জননী রে ।

জগদীশচন্দ্র বসু

বিজ্ঞানলক্ষীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিদ্ধতীরে
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ দীরে ।

বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত
পণ্ডিতসভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে ।
সে ধ্বনি গম্ভীরমন্ড্রে চায় চারি দার
হয়ে সিদ্ধ পার ।

আজি মাতা পাঠাইছে অলসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে ভ্রাতঃ ।
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অস্থরে
কীণ মাতৃস্বরে ।

ভিখারি

ভৈরবী । একহালা

‘ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
 আরো কি তোমার চাই ?

ওগো ভিখারি, আমার ভিখারি, চলেছ
 কী কাতর গান গাই’ !

প্রতিদিন প্রাতে নব নব পনে
ভূষিব তোমারে সাধ ছিল মনে,
 ভিখারি, আমার ভিখারি ।

হায় পলকে সকলি নঃপেছি চরণে,
 আর তো কিছুই নাই ।

‘ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
 আরো কি তোমার চাই !

আমি আমার বৃকের আঁচল ঘেরিয়া
 তোমারে পরাত্ত বাস ।

আমি আমার ভুবন শৃঙ্গ করেছি
 তোমার পুরাতে আশ ।
মম প্রাণমন যৌবন নব
করপুটতলে পড়ে আছে তব,
 ভিখারি, আমার ভিখারি ।

হায় আরো যদি চাপ মোরে কিছু দাও.
 ফিরে আমি দিব তাই ।
 ওগো কাড়াল, আমারে কাড়াল করেছ,
 আরো কি তোমা চাই ।

১২ [অধিন ১৩০৭]

পত্নিসব

যাচনা

কীৰ্তন

ভালোবেসে সখী, নিভুতে যতনে
আমার নামটি লিখিযো— তোমার
মনের মন্দিরে ।
আমার পরানে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিযো— তোমার
চরণমঞ্জীরে ।

ধরিয়া রাখিযো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখিটি— তোমার
প্রাসাদপ্রাঙ্গণে ।
মনে ক'রে সখী, বাধিয়া রাখিযো
আমার হাতের রাখিটি— তোমার
কনককঙ্কণে ।

আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া তুলিয়া রাখিযো— তোমার
অলকবন্ধনে ।
আমার স্মরণ-শুভ-সিন্ধুরে
একটি বিন্দু আঁকিযো— তোমার
ললাটচন্দনে ।

আমার মনের মোহের মাধুরী
মাঝিয়া মাঝিয়া দিয়ো গো— তোমার
অঙ্গসৌরভে ।

আমার আকুল জীবনমরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো গো— তোমার
অতুল গৌরবে ।

৮ আশ্বিন ১৩০৪

সাহাজাদপুর । শেঠি

বিদায়

বিশ্বাস

এবার চলিছে তবে ।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাধন ছিঁড়িতে হবে ।
উচ্ছল জল করে ছলছল,
জাগিয়া উঠেছে কলকোলাহল,
তরঙ্গীপতাকা চলচঞ্চল
কাঁপিছে অগীর রবে ।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাধন ছিঁড়িতে হবে ।

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর,
নির্মম আমি আজি ।
আমি নাই দেরি, ভৈরবভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি ।
ভূমি ঘুমাইছ নিমীলনঘনে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহস্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শব্দ শব্দে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে ।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাধন ছিঁড়িতে হবে ।

অরুণ তোমার তরুণ অবর,
 করুণ তোমার আঁখি—
 অমিয়রচন সোহাগবচন
 অনেক রয়েছে বাকি ।
 পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার,
 সুখময় নীড পড়ে হবে তার,
 মহাকাশ হতে ওই বারে-বার
 আমানে ডাকিছে হবে ।
 সময় হয়েছে নিকট, এখন
 বাপন ছিঁড়িতে হবে ।

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
 কে মোর আশ্বপদ ।
 আমার বিদাতা আমাতে জাগিলে
 কোথায় আমার ঘর ।
 কিসেরি বা সুখ, ক' দিনের প্রাণ ।
 ওই উঠিয়াছে সংগ্রামগান,
 অমর মরণ রক্তচরণ
 নাচিছে সগৌরবে ।
 সময় হয়েছে নিকট, এখন
 বাপন ছিঁড়িতে হবে ।

৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

ইছামতী

লীলা

সিদ্ধ-ভৈরবী

কেন বাজাও কাঁকন কনকন, কত
 ছলভরে !

ওগো ঘরে ফিরে চলো কনককলসে
 জল ভ'রে ।

কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি
 কর খেলা !

কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে
 কার তরে
কত ছলভরে !

হেরো যমুনাবেলায় আলসে হেলায়
 গেল বেলা,

যত হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি
 কলস্বরে

কত ছলভরে !

হেরো নদীপরপারে গগনকিনারে
 মেঘ-মেলা,

তারো হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি
 মুখ-'পরে

কত ছলভরে !

[ভাঙ্গ-আখিন] ১৩০৪

নববিরহ

বঙ্গীয়

হেরিয়া জামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল-আঁখি পড়িল মনে—

অধর করুণা-মাথা,
মিনতি-বেলনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাক
বিদায়ধনে—

হেরিয়া জামল ঘন নীল গগনে ।

ঝরঝরো করে জল, বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে ।

আমার পানপুটে
কেন্থানে বাধা ফুটে,
কাপ কথা বেজে উঠে
জদয়কোণে—

হেরিয়া জামল ঘন নীল গগনে ।

১ আশ্বিন ১৩০৪

উচ্চামতী

লজ্জিতা

ভৈরবী

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন—

বেলা হল, মরি লাজে ।

শরমে জড়িত চরণে কেমনে

চলিব পথের মাঝে !

আলোকপরশে মরমে মরিয়া

হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,

কোনোমতে আছে পরান ধরিয়া

কামিনী শিথিল সাজে ।

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন—

বেলা হল, মরি লাজে ।

নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ

উষার বাতাস লাগি ।

রজনীর শশী গগনের কোণে

লুকাই শরণ মাগি ।

পাখি ডাকি বলে— গেল বিভাবরী,

বধু চলে জলে লইয়া গাগরি,

আমি এ আকুল কবরী আবরি

কেমনে যাইব কাজে !

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন—

বেলা হল, মরি লাজে ।

কাল্পনিক

বেহাগ

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন

বাতাসে—

তাই আকাশকুসুম করিষ্ঠ চয়ন

হতাশে ।

ছায়ায় মতন মিলায় ধরণী,

কূল নাহি পায় আশায় তরণী,

মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়

আকাশে ।

কিছু বাদা পড়িল না শুধু এ বাসনা

সাদনে ।

কেহ নাহি দিল পরা শুধু এ স্তব্ধ

সাদনে ।

আপনার মনে বসিয়া একেলা

অনলশিখায় কী করিষ্ঠ খেলা,

দিনশেষে দেখি ছাউ হল সব

চত্বাশে ।

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন

বাতাসে ।

মানসপ্রতিমা

ইমনকল্যাণ

তুমি সঙ্ক্যার মেঘ শান্তসুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূণ্য-গগন-বিহারী ।
আমি আপন মনের মাদুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম-গগন-বিহারী ।

মম হৃদয়-ঐক্য-বস্ত্রনে তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অগ্নি সঙ্ক্যা-স্বপন-বিহারী ।
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে
মম সুখদুখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন বিহারী ।

মম মোহের স্বপন-অঙ্কন তব
নয়নে দিয়েছি পরায়ে,
অগ্নি মুগ্ধ-নয়ন-বিহারী ।

মম সংগীত তব অঙ্গে অঙ্গে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম জীবন-মরণ-বিহারী ।

৯ আশ্বিন ১৩০৪

চলন বিল । কড়কুট

সংকোচ

ছায়ানট

যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

যদি শরম লাগে, মুখে
চাহিব না।

যদি বিরলে মালা গাঁথা সহসা পায় বাধা,
তোমার ফুলবনে
যাইব না।

যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

যদি থমকি থেমে যাও
পথ-মাঝে,
আমি চমকি চলে যাব
আন কাছে।

যদি তোমার নদীকূলে ভুলিয়া ঢেউ তুলে,
আমার তরীখানি
বাহিব না।

যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

৯ আখিন ১৩০৪

চলন বিল। ঝড়। বোট টলমল

প্রার্থী

কালান্ধা

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মাল;
তব নবপ্রভাতের নবীনশিশির ঢালা।
শরমে ছড়িত কত-না গোলাপ
কত-না গরবী করবী
কত-না কুস্তম ফুটেছে তোমার
মালক করি আলা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মাল।

অমল শরত-শীতল-সমীর
বহিছে তোমার কেশ,
কিশোর অরুণ-কিরণ তোমার
অধরে পড়েছে এসে।
অঞ্চল হতে বনপথে ফুল
যেতেছে পড়িয়া করিয়া,
অনেক কুল অনেক শেফালি
ভরেছে তোমার ডালা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মাল।

১০. আশ্বিন ১৩০৪

নাগর নদী

সকল্লণা

আলোয়।

সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে !
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে ।
যদি শুধায় কে দিল, কোন্ ফুলকাননে,
তোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে ।
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে !

সখী, তরুর তলায় বসে সে ধুলায় যে ।
সেথা বকুলমালায় আসন বিছায়ে দে ।
সে যে কল্লণা জাগায় সকল্লণ নয়নে—
কেন কী বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে !
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে !

১০. জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

নাগর নদী । মেঘবৃষ্টি । অমাবস্যা

বিবাহমঙ্গল

কি কি

দুইটি হৃদয়ে একটি আশন

পাতিয়া বোসে হে হৃদয়নাথ ।

কল্যাণকরে মঙ্গলচোরে

বাঁধিয়া রাখো হে দৌহার হাত ।

প্রাণেশ, তোমারি প্রেম অনন্ত

জাগাক জীবনে নববসন্ত,

যুগল প্রাণের নবীন মিলনে

করো হে কণকনয়নপাত ।

সংসারপথ দীর্ঘ দাক্ষণ,

বাহিরিবে দুটি পাত তকণ,

আজিকে তোমারি প্রসাদ অবণ

করুক উদয় নবপ্রভাত ।

তব মঙ্গল তব মত

তোমারি মাদুরী তোমারি সত্য

দৌহার চিত্তে রচক নিত্য

নব নব রূপে দিবস রাত ।

ভারতলক্ষ্মী

ভৈরবী

অগ্নি ভুবনমনোমোহিনী !
অগ্নি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনকজননী-জননী !
নীলসিন্ধুজলধোত চরণতল,
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বরচূষিত ভাল হিমাচল,
শুভ্রভূষারকিরীটিনী !

প্রথম প্রভাত-উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী !

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধাতু,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযুষস্তন্যবাহিনী ।

শ্রী ১৩০৩

প্রকাশ

হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো কহে নি কথা ।
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীফুলে, তরুর ঘিরেছে লতা ,
চাঁদে চাহিয়া চকোদী উড়েছে, তড়িৎ শেনেছে মেখে,
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনা ছুটেছে বেগে ,
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে ঝাঁকি,
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি—
এত যে গোপন মনের মিলন বুঝে বুঝে আসে
সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে ।

না জানি সে কবি জগতের কোণে কোথা ছিল দিবানিশি,
লতাপাতা চাঁদ মেঘের সহিতে এক হয়ে ছিল মিশি ।
ফুলের মতন ছিল সে মৌন মনের আড়ালে ঢাকা,
চাঁদের মতন চাহিতে জানিত নয়ন বপনমালা ,
বায়ুর মতন পারিত ফিরিতে অলক্ষ্য বনোপরে
ভাবনা-সান্না বেগুন-বিহীন বিফল প্রহরণপথে—
মেঘের মতন আপনার মাঝে ঘনায়ে আপন চায়া
একা বসি কোণে জানিত রচিতে মনগস্তীর মাদ্রা ।

দু্যলোকে ভুলোকে ভাবে নাট কেহ আছে সে কিসের গোপ্রে—
হেন সশয় ছিল না কাহারো সে যেকোনো কথা বেগুনে ।

বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে তাই ছিল নাকো সাবধানে,
ঘন ঘন তার ঘোমটা খসিত ভাবে ইন্ধিতে গানে ;
বাসরঘরের বাতায়ন যদি খুলিয়া যাইত কভু
দ্বারপাশে তারে বসিতে দেখিয়া রুখিয়া দিত না তবু—
যদি সে নিভৃত শয়নের পানে চাহিত নয়ন তুলি
শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ছুঁড়িত না ফুলধূলি ।

শশী যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালোবাসা
এরে দেখি হেসে ভাবিত, এ লোক জানে না চোখের ভাষা ।
নলিনী যখন খুলিত পরান চাহি তপনের পানে
ভাবিত, এ জন ফুলগন্ধের অর্থ কিছু না জানে ।
তড়িৎ যখন চকিত নিমেষে পালাত চুমিয়া মেঘে
ভাবিত, এ থাপা কেমনে বুঝিবে কী আছে অগ্নিবেগে !
সহকারশাখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিত মালতীলতা,
আমি জানি আর তরু জানে শুধু কলমর্মরকথা ।

একদা ফাগুনে সন্ধ্যাসময়ে স্বর্ঘ নিতেছে ছুটি,
পূবগগনে পূর্ণিমাচাঁদ করিতেছে উঠি-উঠি ,
কোনো পুরনারী তরু-আলবালে জল সেচিবার ভানে
চল ক'রে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছু-পানে ;
কোনো সাহসিকা হুলিছে দোলায় হাসির বিজুলি হানি—
না চাহে নামিতে, না চাহে থামিতে, না মানে বিনয়বাণী ;
কোনো মায়াবিনী মৃগশিঙটিরে তৃণ দেয় একমনে,
পাশে কে দাঁড়ায়ে চিনেও তাহারে চাহে না চোখের কোণে—

হেনকালে কবি গাহিয়া উঠিল, 'নরনারী, তুমি সবে,
 কত কাল ধরে কী যে রহস্ত ঘটিছে নিখিল ভবে ।
 এ কথা কে কবে স্বপনে জানিত, আকাশের চাঁদ চাহি
 পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে সারা রাত নিদ নাহি ।
 উদয়-অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে
 এতকাল ধরে তাহার তব ছাপা ছিল কোন্‌ চলে ।
 এত যে মত্ত পড়িল ভ্রমর নবমালতীর কোনে
 বড়ো বড়ো যত পণ্ডিত জনা বুঝিল না তার মানে ।'

সুনীয়া তপন অন্তে নামিল শরমে গগন ভরি,
 সুনীয়া চন্দ্র ধমকি রহিল বনের আড়াল ধরি ।
 শুনে সরোবরে তখনি পদ্ম নয়ন মুদিল ধরা—
 দখিন-বাতাস বলে গেল তারে, সকলি পড়েছে ধরা ।
 শুনে ছি-ছি বলে শাখা নাড়ি নাড়ি শিহরি উঠিল লতা,
 গাবিল, মুখর এখনি না জানি আরো কী রচাবে কথা ।
 ভ্রমর কহিল সুখীর সভায়, যে ছিল বোবার মতো
 পদের কুংসা রটাবার বেলা তারো মুখ ফোটে কত ।

সুনীয়া তখনি করতালি দিয়ে হেসে উঠে নরনারী—
 যে যাহারে চায় পরিয়া তাহায় দাঁড়াইল সারি সারি ।
 'হয়েছে প্রমাণ, হয়েছে প্রমাণ' হাদিসা সবাই কহে,
 'যে কথা রটেছে একটি বর্ণ বানানো কাহাংগো নহে ।'
 বাততে বাততে হাদিসা কহিল নয়নে নয়নে চাহি,
 'আকাশে পাতালে মরতে আছি তো গোপন কিছুই নাহি ।'

কহিল হাসিয়া মালা হাতে লয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
‘ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ি গেল তুমি আমি কোথা আছি।’

হায় কবি হায়, সে হতে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী—
মাথাটি ঘেরিয়া বৃক্ষের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি ।
যত চলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু-পিছু
কোনোদিন কোনো গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু ।
শুধু গুঞ্জে কুঞ্জে গঞ্জে সন্দেহ হয় মনে,
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে ,
মনে হয়, যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কী ভাব ভরা—
হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা ।

উন্নতিলাক্ষণ

১

ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী
জগৎবাণারে অজ্ঞ,
তুমি তোমায়, এ পুরশালায়
আজি এ কিসের যজ্ঞ ।
সিংহদুয়ারে পথের দু ধারে
রথের না দেখি অস্ত—
কার সম্মানে ভিড়েছে এখানে
যত উক্ষীষবস্ত ?
বসেছেন দীর অতিগম্ভীর
দেশের প্রবীণ বিজ্ঞ,
প্রবেশিয়া ঘরে সংকোচে ভরে
মরি আমি অনভিজ্ঞ ।
কোন শ্রবীর জয়ভূমির
ঘুচালো হীনতাপদ ?
ভারতের শুচি যশশশীকণ্ঠি
কে করিল অকলঙ্ক ?
রাজা মহারাজ মিলেছেন আজ
কাহারে করিতে দ্বন্দ্ব ?
বসেছেন এঁরা পূজ্যজনেরা
কাহার পূজার জন্ত ?

উত্তর

গেল যে সাহেব ভরি দুই জেব
করিয়া উদরপূর্তি,
এঁরা বড়োলোক করিবেন শোক
স্থাপিয়া তাহারি মূর্তি ।

অভাগা কে ওই মাগে নামসই,
ঘারে ঘারে ফিরে খিন্ন—
তবু উৎসাহে রচিবারে চাহে
কাহার স্মরণচিহ্ন ?

সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসে হায়—
নয়ন অশ্রুসিক্ত,
হৃদয় ক্ষুণ্ণ, খাতাটি শূন্য,
খলি একেবারে রিক্ত ।

যাহার লাগিয়া ফিরিছে মাগিয়া
মুছি ললাটের ঘর্ম,
অদেশের কাছে কী সে করিয়াছে ?
কী অপরাধের কর্ম ?

উত্তর

আর কিছু নহে, পিতাপিতামহে
বসায় গেছে সে উচ্ছে,
জন্মভূমিরে সাজায়েছে ঘিরে
অমর পুষ্পগুচ্ছে ।

দেবী দশভূজা, হবে তাঁরি পূজা,
 মিলিবে স্বজনবর্গ—
 হেথা এল কোথা দ্বিতীয় দেবতা,
 নূতন পূজার অর্ঘ্য ?
 কার সেবা-তরে আসিত্তেছে ধরে
 আয়ুহীন মেঘবৎস ?
 নিবেদিতে পারে আনে ভারে ভারে
 বিপুল ডেটকি মংস ?
 কী আছে পাত্রে বাহার গায়ে
 বসেছে তুষিত মক্ষী ?
 শলায় বিদ্ধ হতেছে শিক
 মৃত্যুনিমিত্ত পক্ষী ।
 দেবতার সেনা কী দেবতা এঁরা,
 পূজাভবনের পূজা—
 যাত্রাদের পিছে পড়ে গেছে নীচে,
 দেবী হয়ে গেছে উষ্ণ ?

উত্তর

ম্যাকে, ম্যাকিনন, অ্যালেন, ডিলন
 দোকান ছাড়িয়া সন্ধ্যা
 সরবে গরবে পূজার পরবে
 তুলেছেন পাদপদ্ম ।

এসেছিল ঘারে পূজা দেখিবারে

দেবীর বিনীত ভক্ত—

কেন যায় ফিরে অবনতশিরে,

অবমানে আঁখি রক্ত ?

উৎসবশালা, জলে দীপমালা,

রবি চলে গেছে অস্তে—

কুতূহলীদলে কী বিধানবলে

বাধা পায় ঘারীহস্তে ?

ইহারা কি তবে অনাচারী হবে,

সমাজ হইতে ভিন্ন ?

পূজাদানধ্যানে ছেলেখেলা জানে

এরা মনে মানে স্থগ্য ?

উত্তর

না না, এরা সবে ফিরিছে নীরবে

দীন প্রতিবেশীবৃন্দে—

সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ,

এরা এলে হবে নিন্দে ॥

লোকটি কে ইনি ঘেন চিনি-চিনি,

বাঙালি মুখেয়ু চন্দ—

ধরনে ধাবণে অতি অকারণে

ইংরাজি-ভবো গন্ধ ।

কালিয়া বরন, অঙ্গে পদন

কালো ছাটি কালো বৃতি —

এনি নিঅদেশী বাড়ে অঙ্গে দেয়

কিছু ঘেন কড়মুতি ।

ধুতি পরা দেই দেখা নিলে কং

অতিবহু . . . গণে বসায়

গাঙ্গা অংকপে মোষে কংকপে

জালে অঙ্গে হাঙ্গামা . . .

এক ন কি কেহু হি যেনে এক ন

এক ন কি ভাব কংকপে . . .

এইলদি দি তেবে লগে লগে কং

দিগে দি কংকপে কংকপে

কং

কংকপে কংকপে কংকপে কংকপে

কংকপে কংকপে কংকপে

কংকপে কংকপে কংকপে কংকপে

কংকপে কংকপে কংকপে

অহুঃগভরে ঘুচাবার তরে
 বন্ধ ভূমির দুঃখ
 এ সভা মহতী ; এর সভাপতি
 সভ্যেরা দেশমুখ্য ।
 এরা দেশহিতে চাহিছে সঁপিতে
 আপন রক্তমাংস,
 তবে এ সভাকে ছেড়ে কেন থাকে
 এ দেশের অধিকাংশ ?
 কেন দলে দলে দূরে যায় চ'লে,
 বুঝে না নিজের ইষ্ট—
 যদি কুতূহলে আসে সভাতলে
 কেন বা নিদ্রাবিষ্ট ?
 তবে কি ইহারা নিজ-দেশ-ছাড়া—
 রুখিয়া রয়েছে কর্ণ
 দৈবের বশে পাছে কানে পশে
 শুভকথা এক বর্ণ ?

উত্তর

না না, এঁরা হন জনসাধারণ,
 জানে দেশভাষামাত্র,
 স্বদেশসভায় বসিবারে হায়
 তাই অযোগ্য পাত্র ॥ -

বেশভূষা ঠিক যেন আধুনিক,
 যুগ লাড়ি-সমাকীর্ণ,
 কিন্তু বচন অতি পুরাতন,
 ঘোরতর জরাজীর্ণ—
 উচ্চ আসনে বসি একমনে
 শৃঙ্খল মেলিয়া দৃষ্টি
 তরুণ এ লোক লগ্নে মন্থ্রোক্ত
 বরিছে বচনগুণি ।
 জলের সমান করিছে প্রমাণ—
 কিছু নহে উৎকৃষ্ট
 শালিবারানের পূর্ব সনের
 পূর্বে যা নষ্টে নষ্ট ।
 শিশুকাল থেকে গেছেন কি পেকে
 নিখিল পুরাণতত্ত্বে ?
 বয়স নবীন করিছেন কী ?
 প্রাচীন বেদের মধ্যে ?
 আছেন কি তিনি লটফা পাণিনি
 পুঁথি লয়ে কীটদষ্ট ?
 বায়ুপুরাণের গুঁজি পাঠ-ফের
 আয় করিছেন নষ্ট ?
 প্রাচীনের প্রতি গভীর আরাতি,
 বচনরচনে সিদ্ধ—

কহ তো মশায়, প্রাচীন ভাষায়
কতদূর রুতবিজ্ঞ ?

উত্তর

ঝাড়ুপাঠ দুটি নিয়েছেন লুটি,
দু সর্গ রঘুবংশ,
মোক্ষমূলার হতে অধিকার
শাস্ত্রের বাকি অংশ ।

পণ্ডিত দীর্ঘ, মুণ্ডিত শির,
প্রাচীনশাস্ত্রে শিক্ষা—
নবীন-সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্মদীক্ষা ।
কহেন বোঝায়ে, কথ্যটি শোনা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য—
মূলে আছে তাব কেমিন্দ্রি অণ
সুপু পদার্থতত্ত্ব ।
টিকিটা যে রাখা, এতে আছে ঢাকা
ন্যায়েটিহ্ম-শক্তি,
তিলকরায় বৈজ্ঞাত দাঘ
তাই জেগে ওঠে ভক্তি ।
সঙ্ক্যাটি হলে প্রাণপণ বলে
বাজালে শঙ্খঘণ্টা

মখিত বাতাসে তাড়িত-প্রকারে

મહાત્મન દુષ્ઠ મનજો ।

ଏହା-ଏ ଶାଂକେ ଶାଂକେ ଗୁନିଲେ ଅହାନ୍ତ

অপরূপ বৃত্তা? —

ਦਿਕਾ-ਭੁਬਨ ਆਨਨ ਭੇਦਾ

विष्णुदेव दुर्गा १ ।

তবে হাড়ের পড়া আছে —

‘ସମୃଦ୍ଧ ଗୀତା’-ସଂ.

३० मई २७ अति प्रदीप १९८६

କଟକ ୨୫.୫.୫୫

•

Feb. 14, 1901

[Faint handwritten notes]

62, 4201 (1970).

Journal of Management Education

22

অশেষ

আবার আস্থান ?

যত কিছু ছিল কাজ সাক তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান ।

জাগায়ে মাধবীবন চলে গেছে বহুকণ
প্রত্যাষ নবীন,
প্রথর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি
গেছে মধ্যদিন ।

মাঠের পশ্চিমশেষে অপরাহ্ন স্নান হেসে
হল অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তবগীতে,
আবার আস্থান ?

নামে সন্ধ্যা তদ্রালসা সোনার-আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা —
দিনের কল্লোল 'পর টানি দিল ঝিলিস্বর
ঘন যবনিকা ।

ও পারের কালো কূলে কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমিরতলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা ।

নয়নপল্লব-পরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে,
 ধেম্বে যায় গান,
 ক্লান্তি টানে অক মম প্রিয়ায় মিনতিসম,
 এখনো আস্থান ?

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ধরে বস্তুলোভাতুরা
 কঠোর দামিনী,
 দিন মোর দিহু তোরে, শেষে নিতে চাস হ'রে
 আমার দামিনী ?
 জগতে সবারি আছে সম্ভারসীমার কাছে
 কোনোখানে শেষ,
 কেন আসে মরছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
 তোমার আদেশ ?
 বিশ্বছোড়া অন্ধকার সকলেরি অপনাব
 একেলার স্থান,
 কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যাতের মতো বায়ে
 তোমার আশ্রয় ?

দক্ষিণসমুদ্রপারে, তোমার প্রাণদাতারে
 হে জাগ্রত রানী,
 বাজে না কি সন্ধ্যাকালে শান্ত হরে প্রায় তালে
 বৈরাগ্যের বাণী ?
 সেখান কি যুক বনে দুয়ার না পাখিগণে
 আশার শাখায় ?

তারাগুলি হর্ম্যশিরে উঠে না কি ধীরে ধীরে
 নিঃশব্দ পাথায় ?
 লতাবিতানের তলে বিছায় না পুষ্পদলে
 নিভৃত শয়ান ?
 হে অশ্রান্ত শান্তিহীন, শেষ হয়ে গেল দিন,
 এখনো আশ্বান ?

রহিল রহিল তবে— আমার আপন সনে,
 আমার নিরালা,
 মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চাওয়া তট চোপ,
 যত্নে গোখা মালা ।
 পেয়া তরী বাক বয়ে গৃহ-ফেরা লোক লয়ে
 ও পানের গ্রামে,
 ততোয়াব ক্ষীণ শশা নীবে পড়ে বাক খসি
 কটিবেল বামে ।
 বাগি মোর, ও স্থি মোর, বলিল স্বপ্নের ঘোর,
 জন্মিল নিদান—
 অগাধ চলিল ফিরে বহি গ্রাস্ত নত শিরে
 তোমার আশ্বান ।

বলা তবে কী বাজাব, খুল দিয়ে কী সাজাব
 তব দ্বারে আজ—

বরু দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী লিখিব,
কী করিব কাজ ?

যদি আঁধি পড়ে ঢুলে, দ্রব হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব নিপুণতা,
বন্ধে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আসে জল,
কেঁধে যায় কথা—

চেয়ে নাকো ঘৃণাভবে, কোরো নাকো অনাদরে
মোরে অপমান—

মনে রেখো হে নিদয়ে, মেনেছিহু অসময়ে
তোমার আশ্রান ।

সেবক আমার মতো রয়েছে সহস্রশত
তোমার ছ্যানে—

তাহারা পেয়েছে ছুটি, হুমায় সকলে ছুটি
পথের দু ধানে ।

শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাই নে দেবী,
ভাক' ক্ষণে ক্ষণে—

বেছে নিলে আমরাই, তরুহ নৌ ভাগ্য সেট
বহি প্রাপণে ।

সেই গর্বে ভাগি দব সারা রাগি ঘরে তব
অনিদ্র-নয়ান,

সেই গর্বে কণ্ঠে মম বহি বদ্রমালাসম
তোমার আশ্রান ।

হবে, হবে, হবে জয়, হে দেবী, করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী ।

তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী ।

কাঁপিবে না ক্লাস্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা—

নবীন প্রভাত-লাগি দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি,
দীপ নিবিবে না ।

কর্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান,

মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান ।

বিদায়

কমা করো, ধৈর্য ধরো,

স্ট্রিক সুন্দরতর

বিদায়ের কণ ।

মৃত্যু নয়, ক্ষয় নয়,

নহে বিচ্ছেদের ভয়,

উদু মাপন ।

সুদু স্বপ্ন হতে স্মৃতি,

সুদু ব্যথা হতে গীতি,

তরী হতে তীর—

খেলা হতে খেলাঙ্গাশি,

বাসনা হতে শাশ্বি,

নভ হতে নীড় ।

দিনান্তের নম্র কর

পট্টক মাথার 'পর,

অঁগি-পরে দুম—

হৃদয়ের পত্রপুটে

গোপনে উট্টক ফুটে

নিশার কুসুম ।

আরতির শব্দরবে
নামিয়া আত্মক তবে
পূর্ণ পরিণাম—
হাসি নয়, অশ্রু নয়,
উদার বৈরাগ্যময়
বিশাল বিশ্বাম ।

প্রভাতে যে পাখি সবে
গেয়েছিল কলরবে
থামুক এখন ।
প্রভাতে যে ফুলগুলি
জ্বগেছিল মুখ তুলি
মুছুক নয়ন ।
প্রভাতে যে বায়ুদল
ফিরেছিল সচঞ্চল
যাক থেমে যাক ।
নীরবে উদয় হোক
অসীম নক্ষত্রলোক
পরমনির্বাক ।

হে মহাস্বন্দয় শেষ,
হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ—

কণেক দাঁড়াও স্থির,
মুছায়ে নয়ননীর
করো আশীর্বাদ ।

কণেক দাঁড়াও স্থির,
পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে—

নিঃস্পন্দ প্রদীপ ধরি
নিঃশব্দে আরতি করি
নিঃশব্দে অগতে ।

১০ চৈত্র ১৩০২

বর্ষশেষ

১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঋতুর দিনে রচিত

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে আসে

বাধাবন্ধহারা

গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া,

হানি দীর্ঘধারা ।

বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,

চৈত্র অবসান—

গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্রান্ত বরষের

সর্বশেষ গান ।

ধূসরপাংগুল মাঠ, ধেয়গগন ধায় উর্ধ্বমুখে,

ছুটে চলে চাষি,

তুরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত

তীরপ্রান্তে আসি ।

পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহের পিঙ্গল আভাস

রাডাইছে আঁধি—

বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়

উৎকণ্ঠিত পাখি ।

বীণাতলে হানো হানো খরতর কংকারঝঙ্কনা,
 তোলো উচ্চ স্বর,
 হৃদয় নির্দয় ঘাতে কঙ্করিয়া ঝরিয়া পড়ুক
 প্রবল প্রচুর ।
 ধাও গান, প্রাণ-ভরা ঝড়ের মতন উল্লসেবেগে
 অনন্ত আকাশে ।
 উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিনীত জীর্ণ পাতা
 বিপুল নিশ্বাসে ।

আনন্দে আতকে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া,
 মস্ত হাহারবে
 কংকার মর্জার বানি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
 নৃত্য হোক তবে ।
 ছন্দে ছন্দে পদে পদে অকলের আবহ-আঘাতে
 উড়ে হোক ক্ষয়
 মূল্যহীন ভাসমান পুরাতন বহুসরের দত্ত
 নিঃফল সঞ্চয় ।

নৃত্য করি দিচ্ছু দ্বার ; আকাশের দত্ত গুপ্তিকণ্ড,
 আয় নোর বুকে—
 শব্দের মতন তুলি', একটি ফুংকার হানি লাও
 হৃদয়ের মুখে ।

বিজয়গর্জনস্বনে অস্ত্র ভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গলনির্ঘোষ,
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল
কঠিন সন্তোষ ।

সে পূর্ণ উদাস্ত ধনি বেদগাথা সামমন্ত্র -সম
সরল গভীর
সমস্ত অস্তর হতে মুহূর্তে অখণ্ড মূর্তি ধরি
হউক বাহির ।
নাহি তাতে দুঃখ স্বখ, পুরাতন তাপ পরিতাপ,
কম্প লজ্জা ভয়—
শুধু তাহা সত্যসত্য ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময় ।

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে—
ব্যাপ্ত করি', লুপ্ত করি', স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোরস্তূপে ।
কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে দিক্ দিগন্তর
করি অন্তরাল
স্বিষ্ট কৃষ্ণ ভয়ংকর তোমার সঘন অঙ্ককারে
রহো কণকাল ।

তোমার ইচ্ছিত যেন ঘনগুচ্ছ ক্রকটের তলে
 বিদ্যতে প্রকাশে,
 তোমার সংগীত যেন গগনের শত ছিহ্নমুখে
 বায়ুগঞ্জে আসে,
 তোমার বসন যেন পিণাসারে তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে
 বিদ্ধ করি হানে—
 তোমার প্রশান্তি যেন স্থপ্ন কাম ব্যাপ্ত অগস্তীর
 স্তব্ধ রাশি আনে ।

এবার আস নি তুমি বসন্তের আবেশহিলোলে
 পুষ্পদল চুমি,
 এবার আস নি তুমি মনোরিত কঙ্কনে গুঞ্জে—
 দল দল তুমি ।
 নদীকূলে ঘনপ্রিয়া এসেছ বিভ্রম-বাক্যম
 গদিত নিউয়—
 বজ্রমলে কী ঘোষিলে বুঝিলাম নাহি বুঝিলাম—
 ভয় তব ভয় ।

হে দুর্লভ, হে নিশ্চিত, হে নতুন, নিষ্ঠুর নতুন,
 সহস্র প্রবল,
 জীব পুষ্পদল যথা ক্ষণে ম্রাণ করি চতুর্দিকে
 বাহিরায় ফল

পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ—
প্রণমি তোমাতে ।

তোমাতে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, স্তম্ভিত শ্রামল,
অক্লান্ত অন্নান' !
সজোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান ।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরক্তচ্যুত তপনের
জলদর্চিরেখা —
করজোড়ে চেয়ে আছি উর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা ।

হে কুমার, হস্তমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন-ঝনন,
বক্ষের পঙ্কর ভেদি অন্তরেতে হৃদয় কম্পিত
স্বতীর স্বনন ।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান—
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অপিব পরান ।

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
 হেরিব না দিক,
 গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
 উদ্ভাস পথিক ।
 মূর্ত্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
 উপকণ্ঠ ভরি
 খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ বিকার লাক্ষনা
 উৎসর্জন করি ।

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রানদারপের মানি,
 পরমের ডালি,
 নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে কুণলিখা স্তিমিত দীপের
 শুমাক্তিত কালা,
 লাভক্ষতি-টানাটানি, অতিশয় ভয়-অংশ ভাগ,
 কলহ সংঘর্ষ-
 সহে না সহে না আর জীবনের খণ্ড খণ্ড করি
 দণ্ডে দণ্ডে করি ।

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
 সে পথপ্রান্তরে
 এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরপ্নিব দিরাট স্বরূপ
 যুগযুগান্তরে ।

স্তনসম অকস্মাৎ ছিন্ন ক'রে উর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্কজ হতে,
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে ।

তার পরে ফেলে দাও, চূর্ণ করো, যাহা ইচ্ছা তব,
ভগ্ন করো পাখা—
যেখানে নিক্ষেপ কর হৃত পত্র, চ্যুত পুষ্পদল,
ছিন্নভিন্ন শাখা,
কণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দহ্যতার
লুণ্ঠনাবশেষ—
সেথা মোরে ফেলে দিয়ে অসন্ততমিশ্র সেই
বিস্মৃতির দেশ ।

নবাকুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন,
মেঘের অন্তরপথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে
চলে গেল দিন ।
শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গঙ্গোজ্জ্বাসে,
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাক্ষ করি দিহু অঞ্জলিয়া
নিশীথগগনে ।

ঝড়ের দিনে

আজি এই আকুল আশ্বিনে,
মেঘে-ঢাকা ছবস্ত দুদিনে,
হেমন্ত-ধানের খেতে বাতাস উঠেছে মেতে,
কেমনে চলিবে পথ চিনে—
আজি এই ছবস্ত দুদিনে ?
দেখিছ না গুগো সাহসিকা,
ঝিকিমিকি বিদ্রোহের শিখা ।
মনে ভেবে দেখো তবে— এ ঝড়ে কি বাবা হবে
কবরীর শেফালিমালিকা ?
ভেবে দেখো গুগো সাহসিকা ।

আজিকার এমন কড়ায়
নগ্নর বাঁদে কি কেঁচু পায় ?
যদি আজি বৃষ্টিভ্রল দুয়ে দেয় নীলাকল
গ্রামপথে দাবে কী লজায়—
আজিকার এমন কড়ায় ?
হে উতলা, শোনো কথা শোনো—
ভয় কি খোলা আছে কোনো ?
এ বাঁকা পথের শেষে মাঠ ফোঁটা মেঘে মেলে
বসে কেঁচু আছে কি এখনো
এ ভয়গে— শোনো গুগো শোনো ।

আজ যদি দীপ জ্বলে ঘারে
নিবে কি যাবে না বারে বারে ?
আজ যদি বাজে বাঁশি গান কি যাবে না ভাসি
আশ্বিনের অসীম আধারে—
ঝড়ের ঝাপটে বারে বারে ?

মেঘ যদি ডাকে গুরুগুরু,
নৃত্য-মাঝে কেঁপে ওঠে উরু,
কাহারে করিবে রোষ, কার 'পরে দিবে দোষ—
বন্ধ যদি করে ছুরুছুরু—
মেঘ ডেকে ওঠে গুরুগুরু ?

যাবে যদি, মনে ছিল না কি—
আমারে নিলে না কেন ডাকি ?
আমি তো পথেরি ধারে বসিয়া ঘরের ঘারে
আনমনে ছিলাম একাকী ।
আমারে নিলে না কেন ডাকি ?

কখন প্রহর গেছে বাজি,
কোনো কাজ নাহি ছিল আজি ।
ঘরে আসে নাই কেহ, সারা দিন শূন্য গেহ,
বিলাপ করেছে তরুরাজি ।
কোনো কাজ নাহি ছিল আজি ।

যত বেগে গরজিত ঝড়,
 যত মেঘে ছাইত অধর,
 রাত্রে অন্ধকারে যত পথ অফুরান হত
 আমি নাহি করিতাম ভয়—
 যত বেগে গরজিত ঝড় ।

বিদ্যাতের চমকানি-কালে
 এ বক্ষ নাচিত তালে তালে ।
 উত্তরী উড়িত মম উঃখ পাখার সম,
 মিশে যেত আকাশে পাতালে —
 বিদ্যাতের চমকানি কালে ।

তোমায় আমায় কেন্দ্র
 সে যাত্রা হইত ভয়ংকর ।
 তোমার নৃপুর আজি প্রলয়ে উদ্ভিত ব'জি,
 বিছলি হানিত ছাপি পব—
 যাত্রা হত মন্ত ভয়ংকর ।

কেন আজি যাও একাকিনী ?
 কেন পায়ে বেঁধেছ কিছলি ?
 এ ছুঁদিনে কী কারণে পড়িল তোমার মনে
 বসন্তের নিম্বৃত কাহিনী ?
 কোথা আজি যাও একাকিনী ?

অসময়

ভয়েছে কি তবে সিংহদুয়ার বন্ধ রে ?

এখনো সময় আছে কি, সময় আছে কি ?

দূরে কলরব ধ্বনিছে মন্দ মন্দ রে —

ফুরালো কি পথ ? এসেছি পুরীর কাছে কি ?

মনে হয়, সেই স্বদূর মধুর গন্ধ রে

রহি রহি যেন ভাসিয়া আসিছে বাতাসে ।

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—

এখন বক্ষ্যা সক্ষ্যা আসিল আকাশে ।

ওই কি প্রদীপ দেখা যায় পুরমন্দিরে ?

ও যে ছুটি তারা দূর পশ্চিমগগনে ।

ও কি শিঞ্জিত ধ্বনিছে কনকমঞ্জীরে ?

ঝিল্লির রব বাজে বনপথে সঘনে ।

মরীচিকালেখা দিগন্তপথ রঞ্জি রে

সারা দিন আঞ্জি ছলনা করেছে হতাশে ।

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—

এখন বক্ষ্যা সক্ষ্যা আসিল আকাশে ।

এত দিনে সেথা বনবনাস্ত নন্দিয়া

নববসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি ।

তরুণ আশার সোনার প্রতিমা বন্দিয়া
 নব আনন্দে ফিরিছে যুবক যুবতী ।
 বীণার তন্ত্রী আকুল ছন্দে ক্রন্দিয়া
 ডাকিছে সবারে আছে যারা দর প্রবাসে ।
 বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—
 এখন বক্ষ্য্য সক্ষ্য্য আসিল আকাশে ।

আজিকে সবাই সাক্ষিয়াছে ফুলচন্দনে,
 মুক্ত আকাশে যাপিবে কোয়াংমাদামিনী ।
 দলে দলে চলে, বাদ্যবাদি বাহুবন্ধনে—
 ধ্বনিছে শূন্তে জয়সংগীতরাগিণী ।
 নতন পতাকা নতন প্রাসাদপ্রাঙ্গণে
 দক্ষিণবায়ে উড়িছে বিজয়বিলম্বসে ।
 বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—
 এখন বক্ষ্য্য সক্ষ্য্য আসিল আকাশে ।

সারা নিশি ধরে বৃথা করিলাম মঙ্গলা,
 শরৎ-প্রভাত কাটিল শূন্তে চাতিয়া ।
 বিদায়ের কালে দিতে গেত কারে সাহুনা,
 যাত্রীরা হোথা গেল খেয়াতরী বাহিয়া ।
 আপনারে শুধু বৃথা করিলাম বঞ্চনা,
 জীবন-আভূতি দিলাম কী অশা-ওতানে ।
 বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—
 এখন বক্ষ্য্য সক্ষ্য্য আসিল আকাশে ।

প্রভাতে আমার ডেকেছিল সবে ইজিতে,
 বহজন-মাঝে লয়েছিল মোরে বাছিয়া—
 যবে রাজপথ ধরিন্মা উঠিল সংগীতে
 তখনো বারেক উঠেছিল প্রাণ নাচিয়া ।
 এখন কি আর পারিব প্রাচীর লজ্জিতে—
 দাঁড়ায়ে বাহিরে ডাকিব কাহারে বুথা সে
 বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—
 এখন বক্ষ্যা সক্ষ্যা আসিল আকাশে ।

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থে রে
 অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে ।
 দীর্ঘ ভ্রমণ এক দিন হবে অন্ত রে,
 শান্তিসমীর প্রান্ত শরীর জুড়াবে ।
 দুয়ারপ্রান্তে দাঁড়ায়ে বাহির-প্রান্তরে
 ভেরী বাজাইব মোর প্রাণপণ প্রয়াসে ।
 বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—
 এখন বক্ষ্যা সক্ষ্যা আসিছে আকাশে ।

বসন্ত

অযুত বসন্ত আগে হে বসন্ত, প্রথম ফাগুনে,

মত্ত কুতুহলী,

প্রথম যেদিন খুলি নন্দনের দক্ষিণদ্বার

মর্তে এলে চলি,

অকস্মাৎ দাড়াইলে মানবের কৃতিরপ্রাপ্তে

পীতাম্বর পরি,

উতলা উত্তরী হতে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে

মন্দারমঞ্জরী,

দলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি

লয়ে বীণাবেণু—

মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাদিয়া করিল হানাহানি

ছুঁড়ি পুষ্পবেণু ।

সখা, সেই অতিদূর সোচ্ছায়াত আদিমপুমাণে

তরুণ দরায়

এনেছিলে যে কুসুম ডবাটয়া তপ্ত কিরণের

স্বর্গমদিরায়

সেই পুরাতন সেই চিরন্তন অনন্ত প্রবীণ

নব পুষ্পবাজি

বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ, তাই লয়ে আজো পুনর্বীর
সাজাইলে সাজি ।
তাই সেই পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের
বিস্মৃত বারতা,
তাই তার গন্ধে ভাসে ক্রান্ত লুপ্ত লোকলোকান্তের
কান্ত মধুরতা ।

তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবন হতে
উঠিছে উচ্ছ্বাসি
লক্ষ দিনযামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা,
অশ্রু গান হাসি ।
যে মালা গাঁথেছি আজি তোমারে মণিতে উপহার
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষাকাহিনী
ঈশ্বরি অশ্রুজলে ।
সযত্ন-সেচন-সিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চূষন-ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে ।

আমার বসন্তরাতে চারি চক্রে ত্রেণে উঠেছিল
যে কয়টি কথা
তোমার কুহুমগুলি, হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ
নিয়ে গেল কোথা !

সে চম্পক, সে বকুল, সে চকল চকিত চামেলি
 শ্মিত শুভ্রমুখী,
 তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক-উন্মিতা
 একান্তকৌতুকী—
 কয়েক বসন্তে তারা আমার যৌবনকাব্যগাথা
 লয়েছিল পড়ি,
 কণ্ঠে কণ্ঠে থাকি তারা শুনেছিল দুটি বক্ষ্যমাঝে
 বাসনা-বাণশি।

বার্থ জীবনের সেই কয়খানি পবন অধায়
 ওগো মধুমাস,
 তোমার কুসুমগন্ধে বর্ষে বর্ষে শোছে জলে স্থলে
 হঠাৎ প্রকাশ।
 বকুলে চম্পকে তারা গাঁথা হয়ে নিত্য যাবে চলি
 যুগে যুগান্তরে,
 বসন্তে বসন্তে তারা কুণ্ডে কুণ্ডে উঠিলে আকুলি
 কুহকলসরে।
 অমর বেদনা মোর হে বসন্ত, রচি গেল তব
 মর্মরনিশ্বাসে,
 উদ্ভূত যৌবনমোহ রক্তরৌপে পড়িল প্রজ্বলিত
 চৈতন্যস্রোতশি।

ভগ্ন মন্দির

ভাঙা দেউলের দেবতা,
তব বন্দনা রচিত, ছিন্ন
বীণার তন্ত্রী বিরতা ।
সূর্য্যাগগনে ঘোষে না শব্দ
তোমার আরতি-বারতা ।
তব মন্দির স্থিরগম্ভীর,
ভাঙা দেউলের দেবতা !

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ
নববসন্তপবনে ।
যে ফুলে রচে নি পূজার অর্ঘ্য,
রাখে নি ও রাঙা চরণে,
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার
জনহীন ভাঙা ভবনে ।

পূজাহীন তব পূজারি
কোথা সারা দিন ফিরে উদাসীন
কার প্রসাদের ভিখারি !

গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায়
চির-উপবাস-ভুখারি
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে
পূজাহীন তব পূজারি ।

ভাঙা দেউলের দেবতা,
কত উৎসব হটল নীরব,
কত পূজানিশা বিগত !
কত বিছয়ায় নবীন প্রতিমা
কত যায় কত কব তা—
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন
ভাঙা দেউলের দেবতা

বৈশাখ

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধুলায় ধসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজ্বাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তত্ত্ব, মুখে তুলি বিষাগ ভয়াল
কারে দাও ডাক—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ !

ছায়ামূর্তি যত অম্লচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে !
কী ভীম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রথর—
ছায়ামূর্তি তব অম্লচর !

মত্তশ্রমে ঝসিছে হতাশ,
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবতিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণুশাশ—
মত্তশ্রমে ঝসিছে হতাশ ।

দীপচক্ৰ হে লীর্ণ সন্ন্যাসী,
 পদ্মাসনে ব'স আসি রক্তনেত্র তুলিছা ললাটে,
 শুকজল নদী-তীরে শতশৃঙ্গ তুষাধীর্ণ মাঠে
 উদাসী প্রবাসী—
 দীপচক্ৰ হে লীর্ণ সন্ন্যাসী ।

অনিতেছে সম্মুখে তোমার
 লোলুপ চিত্তাগ্নিশিখা লেহি লেহি বিরাট অশ্বর,
 নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতশুণ্ড প বিগত বৎসর
 করি ভ্রমসার—
 চিত্তা জ্বলে সম্মুখে তোমার ।

হে বৈরাগী, করো শাস্তিপাঠ ।
 উদার উদাস কর্তৃ যাক ছুটে দক্ষিণে ন বামে,
 যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম চতে গ্রামে,
 পূর্ণ করি মাঠ—
 হে বৈরাগী, করো শাস্তিপাঠ ।

সকরুণ তব মন-মাথে
 মর্মভেদী দত্ত ভাষে বিলাপিয়া যাক দিব 'পরে
 ক্লান্ত কপোতের কর্ণে, কীর্ণ জ্যাকবীর শ্রান্ত বরে,
 অশ্রুপাচ্ছায়াতে—
 সকরুণ তব মন-মাথে ।

ছুঃখ স্তূথ আশা ও নৈরাশ
 তোমার ফুৎকার ফুৎ ধূলা-সম উড়ুক গগনে,
 ভ'রে দিক নিকুঞ্জের স্থলিত ফুলের গন্ধ-সনে
 আকুল আকাশ—
 ছুঃখ স্তূথ আশা ও নৈরাশ ।

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
 দাও পাতি নভস্তলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
 জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী-হিয়া
 চিন্তায় বিকল—
 দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল ।

ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ !
 ভাঙিয়া মধ্যারুতঙ্গা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে,
 চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দঙ্কতৃণ দিগন্তের পারে
 নিস্তব্ধ নির্বাক—
 হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ !

রাত্রি

মোরে করো সভাকবি দ্যানমৌন তোমার সভায়

হে শব্দরী, হে অবগুপ্ততা ।

তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা

বিরচিব তাহাদের গীতা ।

তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উগ্গোগ

ভ্রমিতেছে জগতে জগতে

আমারে তুলিয়া লও সেট তার দ্বন্দ্বকট্টীন

নীরবঘর্ষের মহারণে ।

তুমি একেশ্বরী রানী বিধের অদ্বয়-অদ্বয়পুণে

স্বগপ্তীরা হে জামাতৃন্দরী !

দিবসের ক্ষয়ক্ষীণ দিবাট ভাঙারে প্রবেশিতা

নীরবে রাখিছ ভাঙ ভরি ।

নক্ষত্র-বতন-দীপ্ত নীলকাণ্ড স্থপিসিঁহাসনে

তোমার মহান্ জাগরণ ।

আমারে জাগায়ে রাখো সে নিদ্রক জাগরণতলে

নিনিমেষ পূর্ণসচেতন ।

কত নিদ্রাহীন চক্ষু যুগে যুগে তোমার আদারে

বুজ্জ্বলিল প্রহের উত্তর ।

তোমার নির্বাক মুখে একদৃষ্টে চেয়েছিল বসি
 কত ভক্ত জুড়ি দুই কর ।
 দিবস মুদিলে চক্ষু, ধীরপদে কোতূহলী-দল
 অঙ্গনে পশিয়া সাবধানে
 তব দীপহীন কক্ষে সুখদুঃখ-জন্মমরণের
 ফিরিয়াছে গোপন সন্ধানে ।

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
 অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
 সত্ত্বশূন্য ব্রহ্মময় আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
 আন্দোলিয়া ঘন তজ্জ্বালাশি ।
 পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণাকাতর,
 চকিতে বিদ্যুৎরেপাবৎ
 তোমার নিখিললুপ্ত অঙ্ককারে দাঁড়ায়ে একাকী
 দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ ।

জগতের সেই-সব যামিনীর জাগরুকদল
 সঙ্গীহীন তব সভাসদ
 কে কোথা বসিয়া আছে আজি রাত্রে ধরণীর মাঝে
 গণিতেছে গোপন সম্পদ—
 কেহ কারে নাহি জানে, আপনার স্বতন্ত্র আসনে
 আসীন স্বাধীন স্তব্ধছবি—
 হে শর্বরী, সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভায়
 মোরে করি দাও সভাকবি

অবিচ্ছিন্ন আমি

আজি মগ্ন হয়েছিছ ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে,
যখন মেলিছ আঁখি হেরিছ আমারে ।
ধরণীর বস্নাকুল দেখিলাম তুলি,
আমার নাড়ীর কম্পে কম্পমান ধূলি ।
অনন্ত আকাশতলে দেখিলাম নামি,
আলোক-দোলায় বসি ছলিতেছি আমি ।
আজি গিয়েছিছ চলি মৃত্যুপথপারে,
সেথা বৃদ্ধ পুরাতন হেরিছ আমারে ।
অবিচ্ছিন্ন আপনারে নিরখি হুবনে
নিহরি উঠিছ কাঁপি আপনার মনে ।
ভলে স্থলে শূণ্ডে আমি যত দূরে চাই
আপনারে হারাবার নাট কোনো ঠাঁই ।
জলস্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্যামী,
হেরিলাম তাঁর মাঝে স্পন্দমান আমি ।

১০৬

জন্মদিনের গান

বেহাগ । চৌতাল

ভয় হতে তব অভয়-মাঝারে

নূতন জন্ম দাও হে !

দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে,

সংশয় হতে সত্যসদনে,

জড়তা হইতে নবীন জীবনে

নূতন জন্ম দাও হে !

আমার ইচ্ছা হইতে হে প্রভু,

তোমার ইচ্ছা-মাঝে,

আমার স্বার্থ হইতে হে প্রভু,

তব মঙ্গল-কাজে—

অনেক হইতে একের ডোরে,

স্বথহুথ হতে শাস্তিক্রোড়ে,

আমা হতে নাথ, তোমাতে মোরে

নূতন জন্ম দাও হে !

পূর্ণকাম

কীভন

সংসারে মন দিয়েছি, তুমি
আপনি সে মন নিয়েছ !
সুখ বলে দুখ চেয়েছি, তুমি
দুখ বলে সুখ দিয়েছ !
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল
শত স্বার্থের সাধনে
তাহারে কেমনে কুড়ারে আনিবে,
বাধিলে ভক্তিবাধনে ।
সুখ সুখ ক'রে স্বারে স্বারে মোরে
কত দিকে কত পৌঁছালে ।
তুমি যে আমার কত আপনার
এবার সে কথা বোঝালে ।
করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাটায়ে !
সহসা দেখিছ নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি দ্বারে !

পরিণাম

ভৈরবী । ঝাঁপতাল

জানি হে, যবে প্রভাত হবে, তোমার রূপা-তরুণী
লইবে মোরে ভব-সাগর-কিনারে ।
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আমি তব অমৃত-দুয়ারে ।
জানি হে, তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে ।
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে,
জীবন হতে নিয়েছ নব জীবনে ।
জানি হে নাথ, পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ান-সমুখে ।
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিনরজনী
সকল পথে বিপথে স্নেহে অস্নেহে ।
জানি হে জানি, জীবন মম বিকল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশ-ভয়-পাথারে—
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মতো তুলিয়া লবে তাহারে ।

গ্রন্থপরিচয়

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সমীরচন্দ্র মজুমদার, ইহাদের সৌজন্যে কল্পনার অনেকগুলি কবিতার পাণ্ডুলিপি দেখিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে, এবং দুই-সকল পাণ্ডুলিপি মিলাটয়া কল্পনার নূতন সংস্করণে অনেক কবিতা-রচনার স্থানকাল নির্দেশ করা বা তৎসম্পর্কিত দু-একটি ভ্রম সংশোধন করা সম্ভব হইয়াছে।

‘ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ’ কবিতাটি কল্পনা হইতে বাদ পড়িয়াছিল। উহা নূতন সংস্করণে পুনঃসন্নিবিষ্ট হইল।

‘আমার ধর্ম’ প্রবন্ধে ‘অশেষ’ ও ‘বর্ধশেষ’ কবিতা-প্রবন্ধে স্বাক্ষর লিগিয়াছেন—

এর [‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতা-রচনার] পর থেকে বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা কণে কণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আত্মমের, কেবল মাদুর্ঘ্যের, তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আত্মান এসে পৌঁছয় সে তো বাণীর ললিত সুরে নয়।... এ আত্মান এ তো শক্তিকেই আত্মান, কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক; রসমস্তোগের দৃষ্টকাননে নয়।..

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধরকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলে ততই পৃথকীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাদুর্ঘ্য-আসনটা পাওয়া ছিল সেটাকে ত্যাগ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবলোকে রূপবেশে কে দেখা দিল! এখন থেকে স্বপ্নের ছাপ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেট নূতন বোধের অভ্যাসের যে কি-

রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, এই সময়কার ‘বর্ষশেষ’ কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।

—আত্মপরিচয়

‘বর্ষশেষ’ কবিতা সম্বন্ধে কবি অগ্রত্ব বলিয়াছেন—

১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি। এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্ধের আহ্বান এসেছিল। যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে— ঝড় এসে শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনভাবে চিরনবীন যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্তে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থামল। বললুম— অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই-যে এত দিন কাটালুম, এতে তো চিন্তা প্রসন্ন হল না। যে আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায় তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুলুম বেরিয়ে আসতে হবে।

—শান্তিনিকেতন পত্র

‘বৈশাখ’ কবিতা সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রের উত্তরে, ৪ কাতিক ১৩৩২ তারিখে, কবি তাঁহাকে লিখিয়াছেন—

এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয়তো অভীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাজ্জার আবেগ, কিম্বা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত-কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। তুমি আমার ‘বৈশাখ’ কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ। বলা বাহুল্য, এটা শেষ-জাতীয় কবিতা। এর সঙ্গে জড়িত আছে রচনাকালের সমস্ত-কিছু...

‘বৈশাখ’ কবিতার মধ্যে মিশিয়ে আছে শান্তিনিকেতনের রুদ্র মধ্যাহ্নের দীপ্তি। যেদিন লিখেছিলুম সেদিন চারি দিক থেকে বৈশাখের যে তপ্ত রূপ আমার মনকে আবিষ্ট করেছিল সেইটেই ওই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই দিনটিকে যদি ভূমিকাক্রমে ওই কবিতার সঙ্গে তোমাদের চোখের সামনে ধরতে পারতুম তা হলে কোনো প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠত না।

তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নীচের দুটি লাইন নিয়ে—

ছায়ামূর্তি যত অশুচর

দম্বতায় দিগন্তের কোন্ চিত্র হতে ছুটে আসে !

‘খোলা জানালায় বসে ওই ছায়ামূর্তি অশুচরদের স্বচক্ষে দেখেছি, শুষ্ক রিক্ত দিগন্তপ্রসারিত মাঠের উপর দিয়ে প্রেতের মতো হু হু করে ছুটে আসছে ঘূর্ণানৃত্যে, ধুলোবালি শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে। পরবর্তী প্লোকেই ভৈরবের অশুচর এই প্রেতগুলোর বর্ণনা আরো স্পষ্ট করেছি, পড়ে দেখো।

তার পরে এক জায়গায় আছে—

সকরণ তব মন্ব-সাথে

মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-’পরে।

এই দুটো লাইনেরও ব্যাখ্যা চেয়েছ।

সেদিনকার বৈশাখমধ্যাহ্নের সকরণতা আমার মনে বেজেছিল খালেট গুটা লিখতে পেরেছি। ধু ধু করছে মাঠ, কাঁ কাঁ করছে বোদুহর, কাছে আমলকী গাছগুলোর পাতা ঝিল্মিল্ করছে, ঝাউ উঠছে নিখসিত হয়ে, ঘুঘু ডাকছে স্নিগ্ধ স্বরে— গাছের মর্মর, পাখিদের কাকলি, দূর আকাশে চিলের ডাক, বাড়া মাটির ছায়াশূন্য রাস্তা দিয়ে মত্তদগমন ক্রান্ত গোকর গাড়ির চাকার আর্ত স্বর, সমস্তটা জড়িয়ে মিলিয়ে দে-একটি বিশ্ব-

ব্যাপী করণার স্বর উঠতে থাকে, নিঃসঙ্গ বাতায়নে বসে সেটি শুনেছি, অহুভব করেছি, আর তাই লিখেছি।

বৈশাখের অন্তরীক্ষা যে ছায়ানৃত্য দেখি সেটা অদৃশ্য নয় তো কী ? নৃত্যের ভঙ্গি দেখি, ভাব দেখি, কিন্তু নটা কোথায় ? কেবল একটা আভাস মাঠের উপর দিয়ে ঘুরে যায়। তুমি বলছ, তুমি তার ধ্বনি শুনেছ। কিন্তু যে দিগন্তে আমি তার ঘূর্ণিগতিটাকে দেখেছি সেখান থেকে কোনো শব্দই পাই নি। বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে তরুরিত্ত বিশাল প্রান্তরে যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূসর আবর্তনে দেখা যায়, তার রূপ নয়, তার গতিই অহুভব করি ; তার শব্দ তো শুনিই নে। এ স্থলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার জো নেই।

—

প্রথম ছত্রের স্তো

অমৃত বংশর আগে হে বসন্ত, প্রথম ফাঙ্কনে	১১১
অম্বি ভুবনমনোমোহিনী	৭৬
আজি উল্লাস মধুনিশি, ওগো	২৮
আজি এই আকুল আশ্বিনে	১০৫
আজি কী তোমার মধুর মুরতি	৪৪
আজি মগ্ন হয়েছি তু ব্রজাঙ-মাঝারে	১২১
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন	৬২
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মানা	৭৩
আমি তো চাহি নি কিছু	৩১
আবার আহ্বান	২০
ঈশানের পুণ্ড্রমেঘ অক্ষ বেগে দেয়ে চলে আসে	২৮
একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে	২১
এ কি তবে সবই সত্য	৩২
এ জীবনমুখ্য যবে অন্তে গেল চলি	৪১
এবার চলি তবে	৬৪
ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে	১২
ওগো কাড়াল, আমারে কাড়াল করেছ	৬০
ওগো পসারিনি, দেখি আয়	৩৪
ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী	৮১
ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি	২৬
ওগো সুন্দর চোর	১৫
কহিলা হবু, শুন গো গোদুর্গায়	৫৩
কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের তরে দীর্ঘশ্বাস	৫০
কে এসে যায় ফিরে ফিরে	৫৮
কেন বাজাও কঁকন কনকন, কত	৬৬
কমা করো, ধৈর্য ধরো	২৫
জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার রূপা-তরণী	১২৪

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্তস্বদূর	৭০
তোমার মাঠের মাঝে তব নদীতীরে	৪২
তুইটি হৃদয়ে একটি আসন	৭৫
দূরে বহুদূরে	১৮
পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী, সন্ধ্যাসী	২৪
বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের তরে দীর্ঘশ্বাস	৫০
বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে	৪৭
বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে	৫২
ভয় হতে তব অভয়-মাঝারে	১২২
ভাঙা দেউলের দেবতা	১১৪
ভালোবেসে সখী, নিভুতে যতনে	৬২
মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়	১১৯
যদি বারণ কর, তবে গাহিব না	৭২
যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে	৯
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন	৬৮
যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে	৪৯
শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে	৩৭
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে	৭৪
সংসারে মন দিয়েছিহু, তুমি	১২৩
সে আসি কহিল, প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও	২৯
হয়েছে কি তবে সিংহদুয়ার বন্ধ রে	১০৮
হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো কহে নি কথা	৭৭
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ	১১৬
হেরিয়া শ্রামল ঘন নীল গগনে	৬৭

LIBRARY
CENTRAL
CALCUTTA

